॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীঅক্রূর উবাচ ।

নতোঽস্ম্যহং ত্বাখিলহেতুহেতুং
নারায়ণং পুরুষমাদ্যমব্যয়ম্ ।
যন্নাভিজাতাদরবিন্দকোষাদ্-
ব্রহ্মাবিরাসীদ্ যত এষ লোকঃ ॥১॥

১। **অন্বয়** ঃ শ্রীঅক্রূর উবাচ—অখিললোকহেতুহেতুং আদ্যং অব্যয়ং (অনন্তং) নারায়ণং ত্বা (ত্বাং) অহং নতঃ অস্মি যন্নাভিজাতাৎ অরবিন্দকোষাৎ ব্রহ্মা আবিরাসীৎ যতঃ এষঃ লোকঃ (বিশং সৃষ্টঃ বভূব) ।

১। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীঅক্রূর মহাশয় প্রণামপূর্বক স্তব করতে আরম্ভ করলেন—

হে কৃষ্ণ! আপনি চরাচর সমস্ত জগতের হেতু মহাদাদির কারণ প্রথমপুরুষ, অনন্ত শ্রীনারায়ণ। আপনাকে প্রণাম। আপনার নাভিদেশ জাত পদ্মকোশ থেকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁর থেকে এই দৃশ্যমান জগৎ বিরচিত।

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তং তাবৎ পুরুষত্বেন স্তৌতি—নতোঽস্মীতি। তৈর্ব্যাখ্যাতম। তত্র সাক্ষাচ্চতুর্ভুজত্বাদিনাবির্ভাবেঽপি ত্বমস্মৎপিতৃব্য ইত্যাদিকং বিনোদেন বদেদসাবিত্যভিপ্রায়েণাদ্যমিত্যাদিকমাহেতি ভাবঃ। কিমিত্যাদিঃ প্রশ্নঃ, নারায়ণত্বমারোপ্য কিল মাং প্রোৎসাহয়সীত্যর্থঃ। কেত্যাদিকমুত্তরম্; অত্র ন কাপি স্তুতিঃ, কিন্তু সত্যমেবেদমিত্যর্থঃ। অত্র তন্নাভীত্যাদের্হেতুত্বং চ তর্জ্জনীদ্বয়েন সাক্ষাদরবিন্দকোষদর্শনাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥জী° ১॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ তাঁর দৃষ্ট সেই ভগবান্‌কে অক্রূর তাবৎ পুরুষরূপে স্তব করছেন 'নতোঽস্মীতি'—তুমি অখিলের কারণ মহদাদিরও কারণ ইত্যাদি রূপে—

[শ্রীধর—শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করছেন, নতোঽস্মিতি। হে কৃষ্ণ! ত্বা-[ত্বাং] আপনাকে প্রণাম করছি। হে অক্রূর, তুমি আমাদের পিতৃব্য, বালক আমাদের প্রণাম কয় কি কারণে? এরই উত্তরে অক্রূর বলছেন, আপনি যে আদ্যপুরুষ ও অব্যয়ং—অনাদি-নিধন অর্থাৎ অনন্ত। কি করে? অখিল হেতুর যিনি হেতু তিনিই নারায়ণ, আমি তো নই, কৃষ্ণের এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় অক্রূর

ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদি-
র্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি।
সর্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্বে
যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ ॥ ২ ॥

২। **অন্বয়ঃ** ভূঃ তোয়ং অগ্নিঃ পবনঃ খং (আকাশম্) আদি (খস্য আদিঃ অহঙ্কারঃ) মহান্ (মহৎতত্ত্বম্) অজা (মায়া) আদিঃ (তস্যাঃ আদি পুরুষঃ) মনঃ ইন্দ্রিয়ানি সার্বেন্দ্রিয়ার্থাঃ (সর্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ রূপাদয় পদার্থাঃ) সর্বে বিবুধাঃ (দেবাঃ) চ [এতে] সর্বে যে জগতঃ হেতবঃ তে (তব) অঙ্গভূতাঃ।

২। **মূলানুবাদঃ** হে কৃষ্ণ! ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহৎতত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মন, দশ ইন্দ্রিয়, যাবতীয় ইন্দ্রিয় বিষয়, এবং দেবসকল, যা এই জগতের কারণ স্বরূপ, উহারা সমস্তই আপনার অঙ্গ থেকে জাত।

বলছেন — **নারায়ণং ত্বাং**—নারায়ণ আপনাকে প্রণাম করছি। 'কিং নারায়ণ ইতি'? নারায়ণ বলে কি আমাকে স্তুতি করছ? অক্রূর, এখানে **কাত্র স্তুতি**—এখানে স্তুতি কোথায়? এতো সত্য কথাই, এই আশয়ে বলছেন **যন্নাভিজাত ইতি**—আপনারই নাভিজাত কমলকোষ থেকে ব্রহ্মা জাত হয়েছে, যে ব্রহ্মা থেকে এই সৃষ্টি।]

পূর্বে শ্লোকে সাক্ষাৎ 'চতুর্ভুজ' প্রভৃতি ঐশ্বর্য প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েও ঐ নারায়ণ বিগ্রহ যে বলল, হে অক্রূর তুমি আমাদের পিতৃব্য ইত্যাদি, তা লীলা-বিনোদেই বলা হয়েছে, এই অভিপ্রায়েই 'আদ্যমব্যয়ম্' ইত্যাদি বললেন অক্রূর মহাশয়, এরূপ ভাব। শ্রীধর টীকার কি নারায়ণ বলে আমাকে স্তুতি করছ?' এই যে প্রশ্ন এর আৎপর্য হল, হে অক্রূর তুমি কি আমাতে নারায়ণত্ব আরোপ করে কংসবধে উত্তেজিত করছ? এই প্রশ্নের উত্তরে ঐ টীকার 'কাত্র স্তুতি.' ইত্যাদি কথার তাৎপর্য, এখানে কোনও প্রকার স্তুতি হয় নি। কিন্তু যা সত্য তাই বলছি। কারণ শ্রীভগবানের নাভিজাত কমলকোষ থেকে যে ব্রহ্মার জন্ম তা তো জলের মধ্যে এই কিছুক্ষণ আগে সাক্ষাৎ ভাবেই দেখেছি। জী°১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা**ঃ

চত্বারিংশে স্বেষ্টদেবং বিবিধাক্রুবন্।
উপাসনা উপাস্যাংশ্চ গান্ধিনীনন্দনো নমন্ ॥ ॰ ॥

অখিলানাং হেতুর্ব্রহ্মা তস্যাপি হেতুম্। পুরুষমিতি পুরুষাকারত্বমেব সর্বহেতুহেতুত্বং আদ্যমব্যয়মিত্যনাদিনিধনত্বম্। সর্বহেতুহেতুত্বং বিবৃণোতি—যন্নাভীতি। বি°১ ॥

১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** শ্রীঅক্রূর মহাশয় নিজইষ্টদেবকে প্রণাম পূর্বক বিবিধ উপা-

নৈতে স্বরূপং বিদুরাত্মনস্তে
হ্যজাদয়োঽনাত্মতয়া গৃহীতাঃ।
অজোঽনুবদ্ধঃ সগুণৈরজায়া
গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপম্ ॥৩॥

৩। **অন্বয়** ঃ অনাত্মতয়া (জড়ত্বেন হেতুনা) গৃহীতাঃ (প্রত্যক্ষাদিভিঃ দৃষ্টাঃ) এতে অজাদয়ঃ (অজা আদি যেসাং তে) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) তে (তব) স্বরূপং ন বিদুঃ সঃ অজঃ (ব্রহ্মাপি) অজায়াঃ (প্রকৃতেঃ) গুণৈঃ অনুবদ্ধঃ (আবৃতঃ সন্) গুণাৎপরং (গুণাতীতং) তে (তব) স্বরূপং ন বেদ।

৩। **মূলানুবাদ** ঃ এরা কেবল আপনার থেকে জাতই হয়েছে, কিন্তু আপনাকে জানতে পারে না, এই আশয়ে বলছেন— হে কৃষ্ণ! জড়াচ্ছন্ন হওয়া হেতু প্রকৃতি প্রভৃতি পরমাত্মা আপনার স্বরূপ জানে না। জীব-কোটি ব্রহ্মাও মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে গুণাতীত আপনার স্বরূপ জানতে পারে না।

সনা ও উপাস্য বলতে বলতে স্তব করতে লাগলেন।

অখিল হেতুহেতুং – অখিলের হেতু ব্রহ্মা তারও হেতু শ্রীনারায়ণ। **পুরুষং** – পুরুষাকারই সর্ব-হেতুর হেতু, **আদ্যমব্যয়** — অনাদি-নিধন, অর্থাৎ অনন্ত। 'সর্বহেতুরহেতুত্ব' বিবৃত করা হচ্ছে, 'যন্নাভীতি'।বি° ১॥

১। **শ্রীজীব তো° টীকা** ঃ ভূরিতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্রাদি-শব্দস্য সাপেক্ষ ত্বান্নিরন্তরবর্ত্ত-মানস্য খস্যৈবাদিতয়াঽহঙ্কারো লভ্যত ইত্যভিপ্রেত্যাহ—খস্যেতি। খবদজেত্যপি পৃথক্ পদং, পুরুষো জীবঃ, তস্য মায়াত আদিত্বং, তদংশত্বেন শ্রীমূর্ত্তেরিতি তস্যা এব পরমতত্ত্বরূপত্বং সাধিতম্। জন্ম চাচিন্ত্যশক্ত্যা কারণস্য বিকারিত্বাহিত্যেনৈব তদ্‌ভ্রম-হানার্থমেব চোত্তরঃ পক্ষঃ॥ জী° ২॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ [শ্রীধরস্বামিপাদ – শ্রীভগবান্ যে অখিল বস্তুর হেতু, তাই বিস্তারিত ভাবে বলা হচ্ছে — ভূঃ ইতি। খমাদি-অহঙ্কার। **অজা** – মায়া. এর আদি হল **পুরুষ** — শুদ্ধ জীব। **ভূমিজল** ইত্যাদি জগতের এই যে সকল কারণ, উঁহারা সকলেই তোমার **অঙ্গভূতাঃ** – তোমার শ্রীমূর্ত্তি থেকে জাত বা অপ্রধান ভূতা।]

শ্লোকে 'আদি' শব্দ সাপেক্ষ হওয়া হেতু নিরন্তর বর্তমান 'খ' রও অর্থাৎ আকাশেরও আদি হওয়া হেতু 'অহঙ্কার' তত্ত্বই পাওয়া যাচ্ছে, এই আশয়েই বলা হয়েছে খস্য ইতি। **অজাদি** – 'খ' এর মতোই 'অজাদি'ও পৃথক পদ, এর আদি হল 'পুরুষ' অর্থাৎ শুদ্ধ জীব—এই শুদ্ধ জীব মায়া থেকে আদি। এই শুদ্ধ জীবের দৃষ্ট শ্রীভগবানের অংশরূপে নিত্য স্থিতি স্বীকার্য। 'শ্রীমূর্তি থেকে জগৎ-কারণ ভূমি-জলাদি জাত'— শ্রীধর টীকার এই কথায় ঐ মূর্তিরই পরমতত্ত্ব রূপত্ব সাধিত হয়েছে। ॥ জী ২॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কিঞ্চ, পৃথিব্যাদয় পদার্থাস্তব পুরুষাকারস্যাস্য চিদানন্দময়স্যৈবাঙ্গানাং

বিভূতয় ইত্যাহ—ভূরিতি। আদিরহঙ্কারঃ। অজাদিঃ প্রধানজীবকালকর্মাদিবস্তুমাত্রম্। এতে যে জগতো হেতবস্তে সর্বে তব অঙ্গভূতাঃ। অঙ্গাৎ শ্রীমূর্তেভূ'তা জাতাঃ। যদুক্তং "বাচাং বহ্নের্মুখং ক্ষেত্র" মিত্যাদি ॥ বি° ২ ॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** আরও পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থ সমূহ আপনার এই চিদানন্দময় পুরুষাকার দেহের বিভূতি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— ভূঃ ইতি। **খাদি**—'খস্য' অর্থাৎ আকাশের আদি 'অহঙ্কার' **অজাদি**—মায়ার আদি প্রধান-জীব-কাল-কর্মাদি বস্তু মাত্র।—জগতের এই যে সকল কারণ বলা হল, সে সব কিছু তোমার অঙ্গভূতা অর্থাৎ শ্রীমূর্তি থেকে জাত। ॥বি° ২ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** গুণাৎ পরং তদনাসক্তম্। অন্যত্তৈঃ। তত্র তানাত্মানং চেত্যর্থাৎ; যদ্বা নম্বেতাবন্তং কালং কথমেব ন জ্ঞাতবানসি? তত্রাহ ন তে ইতি। তস্মাদধুনা কৃপয়া আবির্ভাবাদেব জ্ঞায়স ইতি ভাবঃ ॥ জী° ৫ ॥

৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** গুণাৎপরং গুণে অনাসক্ত আপনার স্বরূপ। [স্বামিপাদ পূর্বপক্ষ, অতি স্তুতি কেন করছ, আমি অন্যবস্তু থেকেই উৎপন্ন ও সেই পরবস্তুর অধীন, কৃষ্ণের এরূপকথার আশঙ্কা করে অক্রূর বলছেন, আপনার এরূপই মায়া। আপনার যথার্থ তত্ত্ব কেউ জানে না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, নৈত ইতি। **অজোঽনুবদ্ধঃ ইতি** ব্রহ্মাও মায়ার গুণে 'অনুবদ্ধঃ' আবৃত হয়ে গুণাতীত আপনার স্বরূপ জানে না, অন্যে আর জানবে কি করে। অথবা, প্রকৃতি প্রভৃতি **আত্মনস্বরূপং**—আপনার স্বরূপ জানে না, জড়তাপ্রাপ্ত হওয়া হেতু, [জীবস্তু তানাত্মানং 'চ'] — স্বামিটীকার এই 'চ' ='অর্থাৎ' শব্দের প্রতিশব্দ হল বস্তুতঃ তা হলে টীকার অর্থ দাঁড়াল, জীব কিন্তু বস্তুতঃ আপনাকে জানলেও আপনার স্বরূপ জানে না। অথবা, পূর্বপক্ষ— এই যমুনা জলে চতুর্ভুজ ভগবানকে দেখার পূর্বে এতকাল পর্যন্ত কেনই বা জানতে পার নি। এরই উত্তরে 'নৈতে' ইতি — মায়াগুণে আবৃত হয়ে ব্রহ্মাই জানতে পারে না, আমাদের আর কথা কি? এখন জলে এই কৃপা-আবির্ভাব হেতুই জানতে পারলাম, এরূপ ভাব। জী°৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** এতে হত্তো জাতাএব কেবলং ন তু ত্বাং জানন্তীত্যাহ— নৈতে ইতি। এতে অজা আদির্যেষাং তে আত্মনঃ পরমাত্মনস্তে স্বরূপং ন বিদুঃ। কুতঃ জড়ত্বেন জাড্যেন গৃহীতাঃ গ্রস্তা ইত্যর্থঃ। ননু জড়া মাং ন জানন্তু চেতনো জীবস্তু জ্ঞাস্যতীত্যত আহ। অজো ব্রহ্মাপি ভবন্ জীবো ন বেদ। কুতঃ অজায়া গুণৈরনুবদ্ধঃ আবৃতঃ গুণাতীতং তে স্বরূপং ন বেদ ॥ বি° ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** জগতের কারণ ভূমি থেকে দেবগণ পর্যন্ত, এই সব কিছু আপনা-থেকে জাতই হয়েছে কেবল, কিন্তু এরা আপনাকে জানে না, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, নৈতে ইতি। **এতে** – ব্রহ্মা যাদের মধ্যে আদি, সেই তারা **আত্মনঃ**—পরমাত্মা আপনার স্বরূপ জানে না। কেন জানে না? **অনাত্মতয়া** – তারা যে জড়তায় গৃহীতাং আচ্ছন্ন তাই জানে না।

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যাদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্ ।
সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ্চ সাধিদৈবঞ্চ সাধবঃ ॥ ৪ ॥

৪। **অন্বয়** ঃ [সাক্ষাৎ অগোচরত্বে হপি যেন কেনাপি মার্গেন ভজতাং ত্বং গম্যোঽসীত্যাহ—] সাধবঃ যোগিনো (হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ) সাধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্মপার্থসাক্ষিণং তথা) সাধিভূতম্ (অধিভূত পদার্থসাক্ষিনং) চ (তথা) সাধিদৈবম্ (অধিদৈবপদার্থ-সাক্ষিণং) চ মহাপুরুষং (তদন্তর্যামিস্বরূপং) ঈশ্বরং (নিয়ন্তারং) ত্বাং অদ্ধা (নিশ্চিতং) যজন্তি ।

৪। **মূলানুবাদ** ঃ সকল মতের উপাসকই বস্তুত পক্ষে আপনারই উপাসনা করে থাকে, এই কথা বলতে গিয়ে প্রথমে সাংখ্য মার্গ ও যোগমার্গ বলা হচ্ছে—

ব্রহ্মাদি সাধু যোগিগণ অধ্যাত্ম-অধিভূত - অধিদৈবের সাক্ষী ও নিয়ন্তা অন্তর্যামিস্বরূপ আপনার উপাসনা সাক্ষাৎভাবে করে থাকেন।

জড়াচ্ছন্নগণ আমাকে না জানুক, চেতন শুদ্ধজীব তো জানে. কৃষ্ণের এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে **অজঃ**—জীব-কোটি ব্রহ্মাও জানে না। কেন? **অজায়া গুণৈঃ অনুবদ্ধঃ**—মায়ার গুণে আচ্ছন্ন বলে গুণাতীত আপনার স্বরূপ ন বেদ—জানে না। বি° ৩ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ননু কোঽপি ন জানাতি চেৎ কথং যোগাদিফলং সিধ্যতি? যতঃ 'ফলমত উপপত্তেঃ' ইতি ন্যায়েন 'বন্ধকো ভবপাশেন' ইত্যাদি প্রামাণ্যেন চ তত এব সর্ব্বং ফলং সাৎ, কিমুত মুক্তিঃ; তত্র শুভফলপ্রাপ্তিশ্চ তস্য প্রসাদেন, প্রসাদশ্চোপাসনয়ৈব, উপাসনা চ জ্ঞানেনৈবেতি। উচ্যতে— অন্তর্যামিণি তস্মিন্নেব সর্ব্বোপাসনাবাক্যতাৎপর্য্যপর্য্যবসানাৎ সর্ব্বত্রৈবোপাস্যত্বভাবস্তস্য স্যাদিতি তজ্জ্ঞানপূর্ব্বিকায়ামিব তদজ্ঞানপূর্ব্বিকায়ামপ্যুপাসনায়াং তস্মাদেব তৎ সিধ্যতি, মিথ্যৈব তু ভাবো যজমান দেবতান্তরয়োরিত্যভিপ্রেত্য সাধারণ্যেন তথা বিজ্ঞাপয়তি, যদ্বা, যথৈবং কারণবাক্যানাং ত্বমেব তাৎপর্য্যম্, তথোপাসনাবাক্যানামপীত্যাহ— ত্বামিতি। অদ্ধা সাক্ষাদিতি মহাপুরুষরূপেণোপাসনাৎ অতএব সাক্ষাদগোচয়ত্বেঽপি ভজনস্য সাক্ষাদ্বিষয়ত্বাভাবেঽপীত্যর্থঃ ॥ বি° ৪ ॥

৪। **শ্রীজীব বৈ° তো০ টীকানুবাদ** ঃ পূর্বপক্ষ, যদি কেউ জানতে না পারে, তা হলে যোগাদি ফল কি করে সিদ্ধ হয়। কারণ 'ফলমত উপপত্তে' এই ন্যায় অনুসারে এবং 'বন্ধকো ভবপাশেন' ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে যোগাদি থেকেই সর্বফল প্রাপ্তি হয়, মুক্তির কথা আর বলবার কি আছে। সে বিষয়েও শুভ ফল প্রাপ্তিও তাঁর প্রসাদে লাভ হয়— প্রসাদও উপাসনা দ্বারাই লাভ হয় উপাসনাও জ্ঞানের দ্বারাই লভ্য। তাই বলা হয়— সেই অন্তর্যামিতেই 'সর্বোপাসনা' বাক্যের তাৎপর্যের পর্যাবসান হেতু সর্বত্রই তাঁর উপাস্যত্ব ভাব বর্তমান— তাই যেমন শ্রীভগবদ্জ্ঞান পূর্বিকা উপাসনাতে, তেমনই শ্রীভগবৎ-অজ্ঞান পূর্বিকা উপাসনাতেও তাঁর থেকেই উপাসনা সিদ্ধ হয়। যজমান ও দেবতান্তরের কল্পনা মিথ্যা, এই অভিপ্রায়েই সাধারণ ভাবে তথা জানান হল। অথবা, যথা এইরূপ কারণ বাক্য সমূহের ভগবান আপনিই তাৎপর্য, তথা উপাসনা বাক্যসমূহেরও ভগবান আপনিই

ত্রয্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ।
যজন্তে বিততৈর্যজ্ঞৈর্নানারূপামরাখ্যয়া ॥৫॥

৫। **অন্বয়** ঃ কেচিৎ বৈতানিকাঃ (কর্মযোগিনঃ) দ্বিজা চ ত্রয্যা কর্মকাণ্ডময্যা বিদ্যয়া বিততৈঃ (বহুধা বিস্তারিতৈ) যজ্ঞৈঃ নানারূপামরাখ্যয়া (নানারূপাণি বজ্রহস্তাদীনি রূপাণি যেষাং তে যে অমরাঃ তেষাং ইন্দ্রাদীনাং নাম্না) যজন্তে।

৫। **মূলানুবাদ** ঃ কর্মমার্গ বলা হচ্ছে — কোনও কোনও কর্মযোগী ব্রাহ্মণ কর্মকাণ্ডময়ী বেদবিদ্যায় বিবিধরূপে বিস্তারিত যজ্ঞের দ্বারা বজ্রহস্তাদি বিবিধরূপা দেবতার নামে যে পূজা করেন, তা আপনারই পূজা হয়ে থাকে।

তাৎপর্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে -ত্বাম্ ইতি। **জন্ত্বাদ্ধা ইতি**—'অদ্ধা' সাক্ষাৎ মহাপুরুষ রূপেই আপনাকে উপাসনা করে থাকে 'সাধবঃ' সাধুগণ। অতএব এই সাধু সকল অন্যের থেকে শ্রেষ্ঠ। [শ্রীধর—পূর্বপক্ষ, যদি কেউ না জানে, তা হলে কি করে জীবের সংসার নিবৃত্তি হবে, এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করে বলছেন, ত্বাম্ ইতি – আপনি 'সাক্ষাদগোচরত্বেঽপি' 'সাক্ষৎ দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হলেও' যে কোন পথে ভজন করলে আপনি প্রাপ্য হয়ে থাকেন।] শ্রীধর টীকার এই 'সাক্ষাদগোরত্বেঽপি' কথার অর্থ হল শ্রীভগবান্ ভজনের সাক্ষাৎ বিষয়ীভূত না হলেও ॥ জী° ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কিঞ্চ, যদ্যপি ত্বাং কেঽপি ন বেদ তথাপি সর্বফলপ্রদ স্ত্বত্তএব ফলপ্রাপ্তিমন্তোঽপি নানোপাস্যানুপাসীনা অপি লোকা বস্তুতস্ত্বামেবোপসতে ইতি ব্রুবন্ স জ্ঞানমার্গং যোগমার্গঞ্চ প্রথমাহ—ত্বাং যোগিন ইতি। অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবসাক্ষিণং মহাপুরুষমন্তর্যামি স্বরূপমীশ্বরঞ্চ যজন্তি ॥ বি° ৪ ॥

৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ আরও, যদিও আপনাকে কেউ জানে না, তথাপি সর্বফলপ্রদ আপনার থেকেই যারা ফল পায়, সেই জনেরা এবং উপাস্যের উপাসনাকারী জনেরা সকলেই বস্তুত পক্ষে আপনাকেই উপাসনা করে থাকে, এই কথা বলতে গিয়ে প্রথমে সাঙ্খ্যমার্গ ও যোগমার্গ বলা হচ্ছে, ত্বাং যোগিন ইতি ; **সাধ্যাত্মং**—ব্রহ্মাদি অধ্যাত্ম অধিভূত-অধিদৈবের সাক্ষীকেও **মহাপুরুষম্**—অন্তর্যামী-স্বরূপ ঈশ্বরম্—ঈশ্বরকে উপাসনা করে থাকে ॥ বি° ৪ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ত্রয্যেতি তৈব্যাখ্যাতম্ ; যদ্বা, ত্রয্যা কর্মকাণ্ডময্যা 'এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না, গতাগতং কামকামা লভন্তে' (শ্রীগী ৯।২১) ইত্যাদেঃ। চকারেণ গৌণত্বং ব্যজ্যাত্রা-সাক্ষাত্ত্বং ব্যনক্তি। বিততৈর্বহুধা বিস্তারিতৈঃ ॥ জী°৫ ॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ [শ্রীধর—কর্মযোগিগণ আপনাকেই আরাধনা করে থাকেন। যদি বল, তাঁরা ইন্দ্র-বরুণ-বায়ু প্রভৃতিকে আরাধনা করেন, পরন্তু আমাকে আরাধনা করেন না।

একে ত্বাংখিলকর্মাণি সন্ন্যাস্যোপশমং গতাঃ।
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্ ॥ ৬ ॥

৬। **অন্বয়** ঃ— একে (ততঃ শ্রেষ্ঠাঃ ব্রহ্মকাণ্ডবিদঃ) অখিল কর্মাণি সংন্যস্য (ত্যক্ত্বা) জ্ঞানিনঃ উপশমং (ধৈর্য্যং) গতাঃ জ্ঞান যজ্ঞেন (সমাধিনা) জ্ঞানবিগ্রহ ত্বা (ত্বাং) যজন্তি (ধ্যায়ন্তি)।

৬। **মূলানুবাদ** ঃ জ্ঞানমার্গ বলা হচ্ছে – ব্রহ্মকাণ্ডবিদ্ জ্ঞানিগণ সর্বকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক-পরিব্রাজকের ভাব প্রাপ্ত হয়ে সমাধি যোগে যে চিন্মাত্র ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তা আপনারই আরাধনা হয়ে থাকে।

এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, **নানারূপাম্বরাধ্যয়া** — নানাবিধরূপে বজ্রাদি অস্ত্রধারী যে সকল দেবতা আছেন, তাঁদের নামে আসলে আপনাকেই উপাসনা করে থাকেন।] অথবা **ত্রয্যা**—কর্মকাণ্ডময়ী —"পূর্বোক্তক্রমে আবার ভোগ-কামনা-পরতন্ত্র হয়ে 'ত্রয়ী ধর্ম' বেদত্রয় বিহিত কর্মমার্গের অনুসরণ-ক্রমে বারবার যাতায়াত করে।"— গী° ৯।২১। **চ**— আগের শ্লোকে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ উপাসনার কথা বলা হয়েছে — এখানে 'চ' কারের দ্বারা গৌণত্ব প্রকাশ করে এই শ্লোকে অসাক্ষাৎ ভাবে আপনাকেই যে উপাসনা করে, তাই প্রকাশ করা হল। জী° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কর্মমার্গমাহ—ত্রয্যা চেতি দ্বাভ্যাম্। বৈতানিকাঃ কর্মযোগিনঃ ত্বাং বৈ ত্বামেব যজন্তে। নন্থ তে ইন্দ্র-বরুণাদীন্ যজন্তে নতু মামিত্যত আহ। নানাবজ্রহস্তাদীনি রূপাণি যেষাং তে যে অমরাস্তেষামাখ্যয়া নাম্না ত্বামেব যজন্তে। অয়ং ভাবঃ— ঐন্দ্রবারুণাদিসূক্তৈরিন্দ্রাদয়ঃ সর্বৈশ্বর্যেণ প্রকাশ্যন্তে ন চ সর্বেশ্বরা বহবঃ সম্ভবন্তি। তস্মান্নামভেদেন ত্বমেব যজন্ত ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ "স প্রথমঃ স প্রকৃতিঃ বিশ্বকর্মা প্রথমো মিত্রাবরুণোঽগ্নিঃ স প্রথমঃ বৃহস্পতিশ্চিকিত্বাংস্তস্মা ইন্দ্রায় হবিরাজুহোতী"তি ॥বি° ৫ ॥

৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ কর্মমার্গ বলা হচ্ছে, 'ত্রয্যা চ ইতি দু-প্রকারে। **বৈতানিকাঃ**— কর্মযোগিগণ **ত্বাং বৈ**—তাকেই 'যজন্তে' পূজা করে থাকে। পূর্বপক্ষ, যদি বলা হয়, তাঁরা তো ইন্দ্রবরুণাদিকেই পূজা করে, আমাকে তো নয়। এরই উত্তরে, হাতে বজ্রাদি নানা অস্ত্রধারী নানা-বিধ রূপবিশিষ্ট যে সব দেবতা আছেন, তাঁদের নামে আপনাকেই তো আসলে পূজা করেন। ভাব এই—ঐন্দ্রবরুণাদি সূক্তের দ্বারা ইন্দ্রাদি সর্বৈশ্বর্যের সহিত প্রকাশপ্রাপ্ত হয়, বহু সর্বেশ্বর জাত হয় না। ইন্দ্রবরুণাদি নাম ভেদে সর্বেশ্বর আপনাকেই পূজা করা হয়। শ্রুতিতেও সেইরূপই আছে, "স প্রথমঃ সপ্রকৃতি ইন্দ্রায় হবিরাজুহোতি।" ইতি ॥বি° ৫ ॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ একে ততঃ শ্রেষ্ঠাঃ ব্রহ্মকাণ্ডবিদ্ উপাসমং ধৈর্য্যং গতাঃ; অতো জ্ঞানিনো নির্ণীতপরমার্থঃ সন্তঃ জ্ঞানবিগ্রহং চিন্মাত্রাকারং চিদ্ঘনমূর্ত্তি' ভগবদাখ্যং বা। শ্লোক-দ্বয়েন বেদমার্গ উক্তঃ ॥ জী° ॥

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্ ॥ ৭ ॥

৭। **অন্বয়** ঃ অন্যে চ সংস্কৃতাত্মনঃ (পাশুপতাদি দীক্ষা অতিক্রম্য গুণবিশেষযুক্তচিত্তাঃ সন্তঃ) তে (ত্বয়া) অভিহিতেন (কথিতেন) বিধিনা (পঞ্চরাত্রাদি বিধানেন) তন্ময়াঃ (তত্ময়ত্বেন আত্মানং) চিন্তয়ন্তঃ ভবন্তঃ) বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্ ত্বাং বৈ (ত্বামেব) যজন্তি।

৭। **মূলানুবাদ** ঃ বৈষ্ণব মার্গ বলা হচ্ছে— অপর কেউ কেউ যারা শৈবাদি মন্ত্রে দীক্ষিতগণ থেকে অধিক গুণ বিশিষ্ট পাঞ্চরাত্রিক মতে দীক্ষিত, তাঁরা আপনার কথিত পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে বহুমূর্তি হয়েও এক স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণরূপে বিরাজিত আপনাকে তন্ময় হয়ে পূজা করে থাকেন।

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ — কর্ম মার্গের জন থেকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মকাণ্ডবিদ্। এঁরা **উপশমং**— চিত্তের স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। অতএব এই **জ্ঞানিনঃ**—জ্ঞানিগণ যাঁদের পরমার্থ নির্ণীত হয়ে গিয়েছে, তাঁরা **জ্ঞান বিগ্রহং**—চিৎ-মাত্রকার ব্রহ্মকে বা চিদ্ঘন মূর্তি ভগবান্‌কে আরাধনা করে থাকে। ৫-৬ শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা বেদমার্গ বলা হল। জী° ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ **জ্ঞানমার্গমাহ**—একে ইতি। জ্ঞানযজ্ঞেন সমাধিনা **জ্ঞানবিগ্রহং** জ্ঞানস্বরূপম্। যদ্বা, জ্ঞানস্যৈব বিশেষতো গ্রহো গ্রহণমাস্বাদনং যতস্তৎ ব্রহ্মেত্যর্থ ॥ বি° ৬ ॥

৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ জ্ঞানমার্গ বলা হচ্ছে — একে ইতি। **জ্ঞানযজ্ঞেন**—সমাধিদ্বারা **জ্ঞানবিগ্রহং** — জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে আরাধনা করে থাকে। অথবা, জ্ঞানেরই [বি+গ্রহ] বিশেষ ভাবে 'গ্রহণম্' আস্বাদন, যেহেতু উহাই ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অন্যে চেতি চকারাৎ পূর্ববসাম্যং বোধয়তি। তে ত্বয়াভিহিতেনোক্তেন ইতি পঞ্চরাত্রস্য পরমপ্রামাণ্যং, তেন সর্ব্বতো মান্যত্বং চোক্তম্। তথৈব দর্শয়িষ্যতে মোক্ষধর্ম্মবাক্যেন, অতএব সংস্কৃতাত্মানঃ শৈবাদি দীক্ষিতানতিক্রম্য গুণবিশেষযুক্তচিত্তাঃ, অতএব তন্ময়াস্তৎপ্রচুরাঃ সদা বহিরন্তশ্চ ত্বৎস্ফূর্ত্তিমন্ত ইত্যর্থঃ। বহ্বো বাসুদেবাদয়ো মৎস্যাদয়শ্চ মূর্ত্তয়ো যস্য একা পরমব্যোমাধিপ-মহানারায়ণরূপো মূর্ত্তির্যস্য তঞ্চ তঞ্চ; যদ্বা, বহুমূর্তিকমপ্যেকমূর্তিকমিতি তত্তন্মূর্ত্তীনাং নানাত্বেঽপ্যেকমভিপ্রেতম্ ॥ জী° ৭ ॥

৭। **শ্রীজীববৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ অন্যে 'চ' ইতি — আবার অন্য কেউ কেউ, এখানে 'চ' কার দ্বারা পূর্বসাম্য বোঝান হল।

তে অভিহিতেন বিধি ঃ — [শ্রীধর—আপনার কথিত পঞ্চরাত্র বিধিতে]— 'আপনার কথিত' বাক্যে পঞ্চরাত্রের পরম প্রামাণিকতা বুঝানো হয়েছে। আরও এই বাকের দ্বারা পঞ্চরাত্রের সর্বত্র মান্যত্ব উক্ত হল। মোক্ষধর্মবাক্যে এইরূপই নির্ণিত হয়েছে। অতএব **সংস্কৃতাত্মানঃ** —শৈবাদি মন্ত্রে

ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণম্।
বহ্বাচার্যবিভেদেন ভগবন্ সমুপাসতে ॥৮॥

৮। **অন্বয়ঃ** [হে] ভগবন্! বহ্বাচার্যবিভেদেন (বহূনাং আচার্যানাং কাপালিক শৈবাদি রূপাণাং [আচার ভেদঃ যস্মিন্ তেন] শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণং ত্বাং সমুপাসতে।

৮। **মূলানুবাদঃ** হে ভগবন্! অন্য সাধকগণ বহু আচার্য ভেদে শিবোক্ত মার্গ অনুসারে শিবরূপী আপনার উপাসনা করে থাকেন।

দাক্ষিতগণ থেকে অধিক গুণবিশেষযুক্ত এই পাঞ্চরাত্রিকগণ। অতএব **ত্বন্ময়াঃ**—আপনাতে তন্ময় প্রাপ্ত। এই পাঞ্চরাত্রিক জনেরা সদা অন্তরে ও বাইরে আপনার স্ফূর্তি লাভ করে থাকে। **বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম্**, 'বহু' বাসুদেবাদি ও মৎসাদি বহু মূর্তি যাঁর। এবং 'এক' পরমব্যোমাধিপ মহানারায়ণরূপা মূর্তি যাঁর সেই আপনাকে সেই সেই রূপে পূজা করে অন্য কেউ কেউ। অথবা বহু মূর্তি হয়েও এক মূর্তি। সেই সেই মূর্তি সকল নানাবিধ হয়েও একই, ইহাই অভিপ্রেত অর্থ ॥ জী° ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বৈষ্ণবমার্গমাহ,—অন্যে ইতি। সংস্কৃতাত্মান ইত্যেতদন্যোপাসকা অসংস্কৃতমনস ইতি লভ্যতে। বিধিনা পাঞ্চরাত্রদৃষ্টেন ত্বয়াভিহিতেনেতি 'পঞ্চরাত্রস্য সর্বস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়'মিতি স্মৃতেস্তস্য পরমপ্রামাণ্যাৎ সর্বতো মান্যত্বং দ্যোতিতম্। অন্তর্বহিস্তদীয়স্ফূর্তিমত্ত্বাৎ তন্ময়াঃ বহুমূর্তিকমপ্যেকমূর্তিকমিতি ত্বন্মূর্তীনাং চিন্ময়ীনাং নানাত্বেপ্যৈক্যমভিপ্রেতম্। "একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতী"তি শ্রুতেঃ ॥ ৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** বৈষ্ণব মার্গ বলা হচ্ছে— অন্যে ইতি। **সংস্কৃতাত্মানো**—[জী° ক্রম°—পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাদ্বারা পাশুপতাদি দীক্ষা অতিক্রম করে গুণ বিশেষযুক্ত], এই বাক্যের ধ্বনি, এ ছাড়া অন্য উপাসকগণ অসংস্কৃতমনা, অর্থাৎ বিশেষ গুণহীনমনা **বিধিনা**—পঞ্চরাত্রমতে যা আপনার দ্বারা **অভিহিত**—উক্ত। —"পঞ্চরাত্র সকলের বক্তা হল শ্রীভগবান্ স্বয়ং"। স্মৃতিতে পঞ্চরাত্রের মতকে পরম প্রামাণ্য বলে মানা হেতু সর্বক্ষেত্রে তার মান্যতা দ্যোতিত। অন্তর-বাইরে আপনার স্ফূর্তি প্রাপ্তি হেতু আপনাতে তন্ময় জনেরা **বহুমূর্ত্যেকমূর্তিকম**—আপনার চিন্ময়ী মূর্তিসমূহ নানাবিধ হলেও এক কৃষ্ণ আপনাকেই পূজা করে, এইরূপ অভিপ্রায়। এক স্বতন্ত্র্য সর্বব্যাপী কৃষ্ণ পূজ্য, যিনি এক হয়েও বহুরূপে প্রকাশ পান।" শ্রুতি ॥ বি° ৭ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** ত্বামেবেত্যেব-শব্দেন পূর্বতো ন্যূনত্বং বোধয়তি, রাজৈবায়ং যুবরাজ ইতিবৎ। অত্র ভগবন্তমুপাসত ইতি, ভগবান্ সমুপাগত ইতি পাঠদ্বয়ম্ ॥ জী° ৮ ॥

৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** ত্বামেব ইতি — 'এব' শব্দে পূর্ব থেকে ন্যূনতা

সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥ ৯ ॥

৯। অন্বয়ঃ [হে] প্রভো! যে অপি অন্য-দেবতা-ভক্তাঃ [তে] যদ্যপি অন্যধিয়ঃ [তথাপি তে] সর্বে সর্বদেবময়ঈশ্বরং ত্বাম্ এব যজন্তি।

৯। মূলানুবাদঃ হে প্রভো! অন্যদেবতার পূজকদের ধ্যান যদিও অন্যদেবতার প্রতিই থাকে, তা হলেও যোগিকর্মী প্রভৃতি সকল উপাসকগণই সর্বদেব-অন্তর্যামী আপনাকেই পূজা করেন।

বুঝানো হল। এই যুবরাজ রাজার মতোই, এখানে যেমন যুবরাজের ন্যূনতা। এই শ্লোকে পাঠ দু-প্রকার, 'ভগবন্তমুপাসত' এবং 'ভগবান্ সমুপাগত' ॥ জী° ৮ ॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ শৈবমার্গমাহ,—ত্বামেবেত্যেবকারঃ পূর্বতো ন্যূনত্বং বোধয়তি রাজৈবায়ং যুবরাজ ইতিবৎ। বহ্বাচার্যবিভেদেন শৈবপাশুপতাদিনানারূপেণ ভগবন্তমুপাসতে। ভগবন্ সমুপাসতে ইতি পাঠদ্বয়ম্ ॥ বি ৮ ॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শৈবমার্গ বলা হচ্ছে,—ত্বামেব - এই 'এব' কারের দ্বারা পূর্বের বৈষ্ণবমার্গ থেকে যে ন্যূন, তাই বুঝানো হল। - 'রাজার মতো এই যুবরাজ' এখানে যেমন যুবরাজের ন্যূনতা বুঝা যায় সেইরূপ। বহ্বাচার্যবিভেদেন -শৈব, পাশুপত প্রভৃতি আচার্যগণের আচার ভেদে ভগবান্ আপনাকেই উপাসনা করে থাকে। [শ্রীবলদেবঃ অন্যে— শৈব, পাশুপত প্রভৃতিরা শিবোক্তেনমার্গেণ—শিবোক্তমার্গে, শিবরূপিণম্—[শিবে রূপং যস্য] শিবের অন্তরে রূপ যাঁর সেই ত্বাম্—আপনাকে অর্থাৎ শিবের অন্তর্যামী আপনাকে উপাসনা করে।] পাঠ দু প্রকার আছে, 'ভগবন্তমুপাসতে' এবং 'ভগবন্! সমুপাসতে'। বি° ৮ ॥

৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ কিং তত্তদ্বিশেষনির্দ্দেশেনেত্যাহ- সর্ব্ব ইতি। অত্র যেঽপ্যন্যদেবতেতি স্বামিসম্মতঃ পাঠঃ, অন্যপদস্য ক্ষুদ্রপদেন ব্যাখ্যানাৎ। নানেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অন্যস্মিন্নিন্দ্রাদাবেব, ন তু হয়ি ধীর্যেষাং তথাভূতা যদ্যপি, তথাপি ত্বয্যেব পর্যাবসানাৎ সর্ব্ব এব ত্বাং যজন্তি। তত্র হেতুঃ— সর্ব্ব এব দেবা অধিষ্ঠানতয়া প্রাচুর্যেণ বিদ্যন্তে যত্রেতি সর্ব্বদেবময় ঈশ্বরোঽন্তর্যামী, তঞ্চ তঞ্চ। অধিষ্ঠানাদি পূজা অধিষ্ঠাত্রাদাবেব পর্যাবস্যতি, কিন্ত্বন্যাধীনত্বেন তাত্ত্বিকং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। তদুক্তং শ্রীভগবদগীতাসু— 'যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ অহং সর্ব্বস্য যজ্ঞস্য ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ দেবান্ দেবযজো যান্তি' (শ্রীগী ৯/২৩ ২৫) ইত্যাদি ॥ জী° ৯ ॥

৯। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ সেই সেই বিশেষ নির্দেশের কি প্রয়োজন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, সর্ব ইতি। এখানে পাঠ 'যেঽপ্যন্য দেবতা' স্বামিসম্মত। —কারণ 'অন্য' পদটি ধরেই তাঁর টীকায় 'অন্য' পদের 'ক্ষুদ্র' ব্যাখ্যা করেছেন। কোথাও কোথাও 'নান্যেতি' পাঠও দিখা যায়।

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥১০॥

১০। **অন্বয়** ঃ [হে] প্রভো! অদ্রি প্রভবাঃ (পর্বত জাতাঃ) নদ্যঃ পর্জন্যাপূরিতাঃ (মেঘ সৃষ্টজলেন সম্যক্ পূর্ণাঃ) [বহুস্রোতসঃ সত্যঃ] যথা সর্বতঃ (সর্বাভ্যঃ দিগ্ভ্যঃ) সিন্ধুং বিশন্তি তদ্বৎ এতাঃ গতয়ঃ (মার্গাঃ) অন্ততঃ (অবসানে) ত্বাং (ত্বামেব বিশন্তি)।

১০। **মূলানুবাদ** ঃ হে প্রভো! পর্বতে যে বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টির জল একখাদে জমা হয়ে নদীর আকার নিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে শেষপর্যন্ত গিয়ে সাগরে পড়ে। পর্বতজন্মা নদীই যেমন সাগরে গিয়ে পড়ে. নদীর জনক পর্বত নয়, সেইরূপ শৈবাদি সম্প্রদায়ভূতা পূজাই আপনাকে লাভ করে, পূজক নয়।

অন্য দেবতা ইন্দ্রাদিতেই, আপনাতে নয়, প্রীঃ - মতি যাদের সেই জনেরা যদিও এরূপ, তথাপি তাদের পূজা আপনাতেই পর্য্যাবসান প্রাপ্ত হওয়ায় **সর্বাএবইতি**– সকলেই আপনাকেই পূজা করে। এখানে হেতু, **সর্বদেবময়েশ্বর** সকলদেবতারই অন্তঃকরণরূপ আধারে [প্রাচুর্যে ময়ট্] বহুলরূপে আপনি বিদ্যমান আছেন, তাই বল হল সর্বদেবময় **ঈশ্বর**—অন্তর্যামী আপনাকেই সেই সেই আধারে পূজা করে – অধিষ্ঠান অর্থাৎ আধারাদির পূজা অধিষ্ঠাত্রী প্রভৃতিতেই পর্যবসিত হয়। কিন্তু অন্য অধীনতা হেতু যথার্থ ফলের প্রাপ্তি হয় না, এরূপ ভাব। ইহা শ্রীভগবৎ গীতাতে উক্ত আছে, যথা— "হে অর্জুন, শ্রদ্ধার সঙ্গে ও ভক্ত ভাবে যারা অন্য দেবতার পূজা করে, তাদের সেই পূজা আমারই পূজা বটে, তবে অবিধিপূর্বক।

আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফল-বিধায়ক স্বামী। অন্য দেবযাজিগণ আমার ভাব স্বরূপত না-জান হেতু পুনরাবর্তিত হয়ে থাকেন।

'যারা দেবোপাসনাপরায়ণ তাঁরা দেবলোক প্রাপ্ত হন। যারা শ্রদ্ধায় পিতৃপূজাপরায়ণ তারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, যারা ভূতাদির পূজাপরায়ণ তারা ভূতলোক প্রাপ্ত হন এবং যাঁরা আমার পূজাপরায়ণ তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হয়ে থাকেন।" — (শ্রীগী° ৯,২৩-২৫) ॥ জী° ৯।

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ এবমুক্তলক্ষণা যোগিকর্মিপ্রভৃতয় উপাসকাঃ সর্ব এব ত্বাং যজন্তি। কুত ইত্যত আহ – সর্ব ইতি। তবৈব সর্বদেবময়ত্বাদীশ্বরত্বাচ্চেত্যর্থঃ। নন্থ কেচিৎ পৃষ্টাঃ বয়ং শিবমার্চয়ামো বয়ন্তু সূর্য্যং গণেশমিত্যাচক্ষতে তত্রাহ,— যেঽপীতি। নন্থ, তে কাদাচিৎকীমপি স্মৃতিং ময়ি ন দধতে তত্রাহ,—যদ্যপীতি। অন্যেষ্বেব দেবেষু নতু ত্বয়ি ধীর্যেষাং তে ॥ বি° ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে উক্ত লক্ষণ যোগিকর্মী প্রভৃতি উপাসকগণ সকলেই আপনাকে পূজা করে থাকে। কি করে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, আপনিই সর্বদেবময় ও ঈশ্বর, দেব সকলের অন্তর্যামী হওয়া হেতু। পূর্বপক্ষ. আচ্ছা জিজ্ঞাসা করলে কেউ তো বলে আমরা শিব-

পূজা করি, কেউ বলে সূর্য গণেশ ইত্যাদি —এসম্বন্ধে বলবার কথা হল — 'যে অপি ইতি' অর্থাৎ যারাও অন্য দেবতার পূজা করে, তারাও সকল দেবতার অন্তর্যামী আপনাকেই পূজা করে যদিও অবিধিপূর্বক। পূর্বপক্ষ, যদি বলা হয়, কি করে আমার পূজা হয়, তারা কখনও-ই আমার প্রতি তো ধ্যান রাখে না এ সম্বন্ধেই বক্তব্য, যদ্যপি অন্যপ্রিয়ঃ— যদিও অন্য দেবতার প্রতিই ধ্যান, আপনার প্রতি নয়, তা হলেও তাঁরা আপনাকেই পুজা করে থাকে। ॥ বিং ৯ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈং তোং টীকাঃ** অত্রাদিস্থানীয়ো বেদঃ, পর্জন্যস্থানীয়া মুনয়ো জ্ঞেয়াঃ; অন্তত ইতি দৃষ্টান্তে গমনস্য পর্য্যবসানে সতি দার্ষ্টান্তিকে বিচারস্যেতি ব্যাখ্যেয়ম্। তথা চ মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে —'সাংখ্যযোগং পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতস্তথা। জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ॥ সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে। হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ। অপান্তরতমাশ্চৈব বেদাচার্য্য স উচ্যতে। প্রাচীনগর্ভং তমৃষিং প্রবদন্তীহ কেচন॥ উমাপতির্ভূতপতিঃ শ্রীকণ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ। উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ॥ পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্। সর্ব্বেষ্বেব নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে। যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ॥ ন চৈনমেবং জানন্তি তমোভূতা বিশাম্পতে। ত্বমেব শাস্ত্রকর্ত্তারঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ নিষ্ঠাং নারায়ণমৃষিং নান্যোঽস্তীতি বচো মম। নিঃসংশয়েষু সর্ব্বেষু নিত্যং বসতি বৈ হরিঃ॥ সসংশয়াদ্ধেতুবলান্নহ্যবসতি মাধবঃ। পঞ্চরাত্রবিদো যে তু যথাক্রমপরা নৃপ। একান্তভাবোপগতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ॥ সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ সনাতনোঽত্র, বেদাশ্চ সর্ব্বে নিখিলেন রাজন্। সর্ব্বৈঃ সমস্তৈঋর্ষিভির্নিরুক্তো নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্॥' ইতি অপান্তরতমা ইতি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নস্যৈব পূর্ব্বজন্মনামেতি তত্রৈবোক্তম্। সর্ব্বেষ্বেবেতি তত্র তত্র নারায়ণবৎ পরমোপাদেয়গুণত্বেনানুক্তেস্তেষাং তদাকাঙ্ক্ষাসম্ভবাদিতি ভাবঃ॥ জীং ১০ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈতো টীকানুবাদঃ** এখানে 'অদ্রি, অর্থাৎ পর্বতস্থানীয় বেদ। পর্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টিজল স্থানীয় মুনিসকল, এরূপ বুঝতে হবে। (দৃষ্টান্তে) সকল নদীই যেমন গমনের পর্যাবসানে এক সমুদ্রেই প্রবিষ্ট হয়, (দার্ষ্টান্তিকে) তেমনি বেদের সকল খণ্ড বিচারের পর্যাবসান এক শ্রীভগবানেই হয়। — এইরূপেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

মোক্ষধর্মে নারায়ণীয়োপাখ্যানে এরূপই আছে যথা "সাংখ্যযোগ-পঞ্চরাত্র-বেদ-পাশুপত, এই সব জ্ঞানমার্গ হে রাজন্, নানামত বলে জেনে রাখুন। সাংখ্যের বক্তা পরমঋষি কপিল। হিরণ্যগর্ভযোগবেত্তা অন্য কেউ নয়, বেত্তা সেই পুরাতন বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নই। কেউ কেউ বলেন এই যোগের বক্তা প্রাচীনগর্ভ ঋষি। পাশুপত জ্ঞান বক্তা হলেন, শ্রীগভবান্ থেকে জাত উদাসীন উমাপতি ভূতপতি নীলকণ্ঠ শিব। সমগ্র পঞ্চরাত্রের বক্তা হলেন ভগবান্ স্বয়ম্। হে নৃপ! সমস্ত বক্তার মধ্যে নারায়ণ প্রভুই শ্রেষ্ঠ। সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্রের মধ্যে পঞ্চরাত্রই শ্রেষ্ঠ। — এ কথা তমোভূত জনেরা জানে না। হে প্রজানাথ! মনীষিগণ বলে থাকেন আপনিই শাস্ত্রকর্তা। সকলশাস্ত্রই নারায়ণ

নিষ্ঠ। ঋষিও অন্য কেউ নয়, ইহাই আমার বক্তব্য। সংশয় রহিত সর্বজ্ঞানে হরি নিত্য বাস করেন। সংশয়যুক্ত জ্ঞানমার্গে মাধব থাকেন না। হে নৃপ! পঞ্চরাত্র মতের পণ্ডিতগণ যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ। একান্তভাবযুক্ত সেই পণ্ডিতগণ হরিকে প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্ সাংখ্য-যোগ-বেদ সবই সনাতন।" এই উদ্ধৃতির **অপান্তরতমা**—ইহা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্মান্তরের নাম। সাংখ্যাদি সকল শাস্ত্রের বক্তার মধ্যেই নারায়ণের মতো উপাদেয়গুণ বর্তমান থাকা হেতু তাদের সেই সেই শাস্ত্র বলার আকাঙ্ক্ষা যুক্তিযুক্তই। জী° ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্থ, যদি মামেবার্চয়ন্তি তর্হি তে মামেব প্রাপ্নুয়ুঃ। মৈবং তেষামর্চনা এব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি নতু তে অর্চকাঃ। যদুক্তং ত্বয়ৈব—"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম॥ অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপিমা"মিত্যতোঽহমপি দৃষ্টান্তেন তথৈব বচ্‌মীত্যাহ,— যথেতি। অদ্রিভ্যঃ সকাশাৎ প্রকর্ষেণ ভবন্তীতি তাঃ। অদ্রিভির্জনিতা ইত্যর্থঃ। পর্জন্যেন মেঘেনাপূরিতা ইতি। অদ্রিষু পর্জন্যবৃষ্টানি জলান্যেবেতস্তত একীভূয় নদ্যো ভবন্তি। তাশ্চ নদ্যঃ সর্বতঃ প্রসৃত্য অন্ততঃ সিন্ধুং বিশন্তীতি অদ্রিজনিতা নদ্য এব যথা সিন্ধুং প্রাপ্নুবন্তি নতু নদীজনকা অদ্রয়স্তথৈব গতয়ো গম্যন্তে আভিরিতি মার্গভূতা অর্চনা এব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি নত্বর্চকাস্তে তবৈব সর্বদেবাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ অধিষ্ঠান-পূজা অধিষ্ঠাতর্য্যেব পর্যবস্যতীতি ন্যায়াৎ সর্বদেবপূজাপি ত্বৎপূজৈবেতি ভাবঃ। অত্র পর্জন্যস্থানীয়ো বেদঃ "পর্জন্যো হি সিন্ধুজলময়ত্বাৎ সিন্ধোরুদ্ভূতঃ, বেদোঽপি ত্বত্ত উদ্ভূতস্তদুক্তা নানাপূজনবিধয় এব জলানি তত্রাধিকারিণ এবাদ্রয়স্তৎকৃতা নানাদেবপূজা এব নানাদেশনদ্যস্তা নদ্যো যথা নানাদেশেভ্যঃ নিঃসৃত্য সিন্ধুমেব গচ্ছন্তি তথৈব পূজা অপি দেবেভ্যো নিঃসৃত্য বিষ্ণুম্॥ বি° ১০॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** দেব পূজা যদি আমার পূজাই হয়, তা হলে দেবপূজকগণ তো আমাকেই পাবে, এরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে, না এরূপ বলতে পার না। সিদ্ধান্ত হচ্ছে, তাদের পূজাই আপনাকে পেয়ে থাকে, পূজক নয়। —যা আপনি নিজ মুখেই গীতায় (৯।২৩।২৫) বলেছেন, যথা—"হে অর্জুন শ্রদ্ধায় ভক্তিভরে যারা অন্য দেবতার পূজা করে, তাদের সেই পূজা আমারই পূজা হয়, তবে অবিধিপূর্বক।

আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদায়ক স্বামী। অন্যদেব পূজকগণ আমার ভাব স্বরূপতঃ না-জানা হেতু পুনরাবর্তিত হয়।

"যারা দেবোপাসনাপরায়ণ, তাঁরা দেবলোক প্রাপ্ত হন। যাঁরা শ্রদ্ধায় পিতৃপূজাপরায়ণ তাঁরা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, যারা ভূতাদির পূজাপরায়ণ তাঁরা ভূতলোক প্রাপ্ত হন এবং যাঁরা আমার পূজাপরায়ণ তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন।"

সুতরাং আমিও দৃষ্টান্তের সহিত সেই কথাই বলছি, যথা ইতি। **অদ্রিপ্রভবা**—পর্বত থেকে

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ।
তেষু হি প্রাকৃতাঃ প্রোতা আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ ॥১১॥

১১। **অন্বয়ঃ** [অত্র হেতুমাহ] সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি ভবতঃ প্রকৃতেঃ (তৎ শরীরভূত প্রধানস্য) গুণাঃ, তেষু (গুণেষু) প্রাকৃতাঃ (প্রকৃতি কার্যোপাধায়ঃ) আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ প্রোতাঃ হি (প্রবিষ্টা এব)।

১১। **মূলানুবাদঃ** পূজা সাধনের বিরামেই কেন প্রবেশ করে, প্রথমেই কেন-না প্রবেশ করে? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—

আপনারই শক্তিরূপা প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব-রজো-তমো। আপনার প্রকৃতির এই সত্ত্বাদিগুণে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত জীব সকল সলিঙ্গশরীর প্রবেশ করে। [তাৎপর্যার্থ—জীবসকল সত্ত্বাদিগুণে প্রবেশ করে। সত্ত্বাদিগুণ আবার প্রকৃতিতে প্রবেশ করে। প্রকৃতি আবার আপনাতে প্রবেশ করে। —দেবতা পূজকদের এইরূপে ক্রমে ক্রমে দেবতা পরিত্যাগ]

প্রবলভাবে জাত। **পর্জন্যেন পূরিতা**—মেঘের দ্বারা কুলে কুলে ভরে ওঠা—পর্বতের মধ্যেই যে বৃষ্টিপাত হয়, তাই চতুর্দিক থেকে এক খাদে একীভূত হয়ে নদীর আকার নেয়। সেই নদী বেগে **সর্বতঃ**—বেগে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত গিয়ে সাগরে পড়ে। পর্বতজন্মা নদী সকলই যেমন সাগরে গিয়ে পড়ে, নদীর জনক পর্বত নয়; সেইরূপ গতি—'গম্যন্তে আভিঃ' অর্থাৎ মার্গভূতা পূজাই আপনাকে পায়, পূজক নয়। আপনিই সর্বদেব-আধারে অধিষ্ঠাতৃ অর্থাৎ অন্তর্যামীরূপে থাকা হেতু, অধিষ্ঠানের অর্থাৎ আধার সর্বদেবের পূজা অধিষ্ঠাতৃ আপনাতেই পর্যবসিত হয়, এই ন্যায়ানুসারে, সর্বদেব পূজাও আপনারই পূজা, এরূপ ভাব। বেদ মেঘস্থানীয়—মেঘ সিন্ধুজলময় হওয়া হেতু সিন্ধু থেকে উদ্ভূত। বেদও আপনা থেকে উদ্ভূত—পূর্বে উক্ত নানা পূজনবিধিই হল জল, সেখানে পূজক হল পর্বত—এই পূজক কৃত নানাদেব পূজাই নানাদেশস্থ নদী—সেই নদীসকল যথা নানা দেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিন্ধুতে গিয়ে পড়ে, তথাই পূজাও দেবতাগণ থেকে নিসৃত হয়ে বিষ্ণুতে গিয়ে পড়ে। বি°১০॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** নন্বু বিচারস্য পর্য্যবসানে সত্যেব তে মার্গা ময়ি বিশন্তীতি কথমুক্তম্? কথং বা প্রথমত এব ন বিশন্তীতি? তত্রাহ সত্ত্বমিতি। তৈব্যাখ্যাতম্। তত্র পূর্ব্বার্থে ক্রমেণ দেবতাপরিত্যাগো জ্ঞেয়ঃ, বৈদিকমার্গস্য চিত্তশোধকস্বভাবত্বাৎ, উত্তরার্থে ঈশ্বর ইতি যোজ্যম। তদেবং মায়ামোহিতত্বাদেব সাক্ষাত্ত্বাং ন ভজন্তীতি ভাবঃ॥ জী° ১১॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, বিচারের পর্যাবসানেই সেই সকল মার্গভূত পূজা আমাতে প্রবেশ করে, এরূপ কেন বলা হল? প্রথমেই কেন না প্রবেশ করে? এরই উত্তরে, **সত্ত্বম ইতি** [স্বামিপাদ—আপনারই শক্তিরূপা প্রকৃতির গুণ সত্ত্ব রজো-তমো। অতঃপর **প্রাকৃতা ইতি**—আপনার প্রকৃতির এই সত্ত্বাদি গুণে ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্যন্ত জীবসকল সলিঙ্গশরীর **প্রোতাঃ**—

তুভ্যং নমস্তে ত্ববিষক্তদৃষ্টয়ে
সর্বাত্মনে সর্বধিয়াঞ্চ সাক্ষিণে।
গুণপ্রবাহোঽয়মবিদ্যয়া কৃতঃ
প্রবর্ততে দেব-নৃ-তির্যগাত্মসু ॥ ১২ ॥

১২। **অন্বয়ঃ** অবিষক্ত দৃষ্টয়ে ('অবিষক্ত' দেহাদিষু অনভিনিবিষ্টা দৃষ্টি যস্য তস্মৈ, দেহত্মাদ্যভিমান রহিত'য় কিম্বা অলিপ্তবুদ্ধয়ে) সর্বাত্মনে ('সর্বেষাং' ব্রহ্মাদি ক্ষেত্রজ্ঞানাং আত্মা তস্মৈ) সর্বধিয়াঞ্চ সাক্ষিণে (সর্বাসাং বুদ্ধীনাং সাক্ষাৎ দ্রষ্ট্রে) তুভ্যং তে নমঃ অস্তু (অর্থাৎ যৎ তুভ্যং নমস্কারঃ তৎ 'তে' তুভ্যং ত্বমেব প্রসাদয়িতুং ভবতু. কিম্বা 'তে' 'তব' পদস্য 'অবিদ্যা' পদেনান্বয়ঃ) [তব] অবিদ্যয়া কৃতঃ অয়ং গুণ প্রবাহঃ (সংসারঃ) দেবতির্যগাত্মসু (দেবাদি শরীরাভিমানিষু) প্রবর্ততে।

১২। **মূলানুবাদঃ** আপনি সর্বমূলস্বরূপ হওয়ায় সর্বপ্রবর্তক, অনাসক্ত দৃষ্টি বিশিষ্ট, সকলের বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ, আপনাকে প্রণাম। আপনার অবিদ্যাকৃত এই পরিদৃশ্যমান সংসার দেবতা মনুষ্য পশুপক্ষী দেহাভিমানী সকল জীবের প্রতি প্রবৃত্ত হয়ে থাকে।

প্রবেশ করে।

সত্ত্বাদিগুণ আবার আপনার শক্তিরূপা প্রকৃতিতে প্রবেশ করে, সেই প্রকৃতি আবার আপনাতে প্রবেশ করে। অতঃপর ক্রমে ক্রমে উপাধি অর্থাৎ আধারের লয়ে সবকিছুই আপনাতেই প্রবেশ করে। অথবা আপনার প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণে প্রবিষ্ট ব্রহ্মাদি জীবসকল আপনা ভিন্ন থাকে না, অতএব আপনি সর্বদেবময়।]

—শ্রীস্বামিটীকার প্রথম অর্থে দেবতা-পূজকের ক্রমে ক্রমে দেবতা পরিত্যাগ, এরূপ বুঝতে হবে। 'যদ্বা' দিয়ে পরে যে অর্থ করেছেন স্বামিপাদ, তাতে 'ভবৎ' স্থানে ঈশ্বর শব্দ যোজনীয়—অর্থ এরূপ হবে—ব্রহ্মাদি জীবসকল ঈশ্বর (অন্তর্যামী) ব্যতীত থাকে না। এরূপ হলেও এই ব্রহ্মাদি জীবসকল মায়ামোহিত হওয়া হেতু সাক্ষাৎ আপনাকে ভজন করে না, এরূপ ভাব। জী° ১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ননু, তর্হ্যেবং বিবিচ্য সর্বেঽপি কিং মামেব নোপাসতে তত্রাহ সত্ত্বমিতি। তেষু গুণেষু হি নিশ্চিতং প্রাকৃতা জীবাঃ প্রোতাঃ গ্রথিতাঃ। আব্রহ্মেতি ব্রহ্মপর্যন্তা অপি জীবা যদি মায়য়া মোহ্যন্তে তর্হি সর্বে মনুজাস্ত্বাং কথং ভজন্তামিতি ভাবঃ ॥ বি°১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, তা হলে এইরূপ বিবেচনা করে সকলেই কেন-না আমাকেই উপাসনা করে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—সত্ত্বম্ ইতি সেই সত্ত্বাদিগুণেই প্রাকৃত জীবসকল **প্রোতাঃ—গ্রথিত। আব্রহ্ম ইতি**—ব্রহ্মা পর্যন্তও জীবসকল যদি মায়াদ্বারা মোহিত, তা হলে আর সকল মানুষ আপনাকে কি করে ভজন করবে? ।বি° ১১ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** ত্বন্তু তেষু পূর্ব্ববদুদাসীনস্তিষ্ঠসীতি বিচার্য্য স্বয়ং ভীতঃ সন্ প্রপদ্যমান আহ—তুভ্যমিত্যর্দ্ধেন। তে ইত্যস্য বিশেষ্যত্যনেনান্বয়ঃ, অতএব তৈর্ব্যাখ্যাতম্—ত্বদবিদ্যাকৃতোঽয়মিতি। যদ্বা, যত্তুভ্যং নমো নমস্কারঃ, তত্তে তুভ্যমিতি ত্বামেব প্রসাদয়িতুমিত্যর্থঃ; 'ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ' ইতি বিধানাৎ। তু-শব্দো ভিন্নোপক্রমে, প্রাকৃতেভ্যোঽত্যন্তভেদাৎ। অস্থিতি পাঠে স্পষ্ট এব দ্বিতীয়োঽর্থঃ। অবিষক্তদৃষ্টয়ে দৃষ্ট্বাপি তেষ্বনাসক্তায়েত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বমূল-স্বরূপত্বাৎ সর্ব্বেষাং সর্ব্বপ্রবর্ত্তকস্য কথমন্যত্রাদরঃ স্যাৎ? যেন বিরক্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ। নন্বাদরা-ভাবেঽপি দ্রষ্টরি দৃশ্যগুণস্য সংক্রমঃ স্যাদেব, তত্রাহ — সর্ব্বধিয়াং সর্ব্বসাক্ষিণে সাক্ষিমাত্রত্বান্ন তব তেষ্বাসক্তিরিতি ভাবঃ। নন্বু তেষাং ত্বয্যেব পর্য্যবসানতো বিচারে সতি ত্বদৌদাসীন্যে কথং সিদ্ধিঃ স্যাৎ? তত্রাপ্যাহ—সর্ব্বধিয়াঞ্চেতি। তেষাং তদা ত্বদাভিমুখ্যে জাতে ভক্তত্বং জাতমিতি তদভিজ্ঞত্বং ন তেষূ-দাসীনো ভবসীতি ভাবঃ। 'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥' ইতি শ্রীভগবদ্গীতাত (৯।২৯) এবেতি ভাবঃ। নন্বু তাদৃশবিচারাৎ পূর্ব্বাবস্থায়াং তেষাং কা বার্ত্তা? তত্রাহ—অর্দ্ধেন গুণেতি॥জী° ১২॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** আপনি কিন্তু ঐ ব্রহ্মাদি জীব সকলের প্রতি উদাসীন ভাবেই বিরাজমান থাকেন এরূপ বিচার করে অক্রূর নিজে ভীত হয়ে শরণাগত হয়ে স্তব করছেন, তুভ্যং ইতি অর্দ্ধ শ্লোকে। নমস্তে [নমঃ+তে] এই 'তে' অর্থাৎ 'তব' (আপনার) পদের অন্বয় শ্লোকের তৃতীয় লাইনের 'অবিদ্যয়া' পদের সহিত। [অতএব শ্রীস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন—ত্বদবিদ্যাকৃতোঽয়ং ইতি অর্থাৎ 'ত্বদ্' আপনার অবিদ্যা কর্তৃক কৃত এ দৃশ্যমান সংসার দেবাদি শরীর-অভিমানীতেই প্রবৃত্ত হয়ে থাকে।] অথবা, তোমাকে প্রনাম, তোমারই প্রসন্নার্থে। 'ত্বয়িষক্ত' [তু+অবিষক্ত] এই তু শব্দ ভিন্ন উপক্রমে। প্রাকৃত বস্তু থেকে অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের (যাঁর স্তব করা হচ্ছে তাঁর) অত্যন্ত ভেদহেতু। পাঠ দু প্রকার 'ত্বয়িষক্ত' এবং 'অস্ত্বয়িষক্ত' এই পাঠে অর্থ স্পষ্ট। **অবিষক্ত দৃষ্টয়ে**—প্রাকৃতবস্তু সমূহ দেখলেও আপনি তাতে অনাসক্ত। এতে হেতু—আপনি **সর্বাত্মনে**—সর্বমূল স্বরূপ হওয়া হেতু নিখিল জগতের সর্বপ্রবর্তক আপনার কি করে অন্যত্র আদর হতে পারে? অন্য বস্তুর প্রতি বিরক্তিই জাত হয়, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আদর নাই বা হল, তবে দ্রষ্টাতে দৃশ্যগুণের সংক্রমন তো হতেই পারে—এরই উত্তরে **সর্বধিয়াং চ সাক্ষিণে** সকলের বুদ্ধির সাক্ষী' সাক্ষীমাত্র হেতু আপনার তাদের প্রতি আসক্তি হয় না, এরূপভাব। ঐ দেবতা উপাসকগণের গতি আপনাতেই পর্যাবসান, এরূপ বিচার সুনিশ্চিত হলে সিদ্ধান্ত এরূপ আসে—তাদের তখন আপনার আভিমুখ্য জাত হয়, এতে ভক্তত্ব জাত হয়, এবিষয়ে অভিজ্ঞ আপনি তখন তাদের প্রতি উদাসীন আর থাকেন না, এরূপ ভাব।

—"আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সম, আমার কেহ দ্বেষ্যও নেই প্রিয়ও নেই। কিন্তু যারা আমাকে প্রেমভক্তিতে ভজন করে তারা আমাতে, আমি তাদিগেতে থাকি।"—(গী° ৯/২৯)।

অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রি-রীক্ষণং
সূর্য্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ।
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোঽর্ণবাঃ
কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলং প্রকল্পিতম্ ॥ ১৩ ॥

রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা
মেঘাঃ পরস্যাস্থিনখানি তেঽদ্রয়ঃ।
নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতি-
র্মেঢ্রস্তু বৃষ্টির্ভব বীর্যমিষ্যতে ॥ ১৪ ॥

১৩-১৪। **অন্বয়ঃ** [হে ভগবন্] অগ্নি (তব) মুখং অবনিঃ অঙ্ঘ্রি (চরণঃ), সূর্য্যঃ ঈক্ষণং (চক্ষুঃ), নভঃ (আকাশং) নাভিঃ অথ দিশঃ শ্রুতিঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ং), দ্যৌঃ (স্বর্গঃ) কং (শিরঃ), সুরেন্দ্র (দেবেশাঃ) তব বাহবঃ, অর্ণবাঃ, (সমুদ্রাঃ) কুক্ষিঃ, মরুৎ (বায়ুঃ) প্রাণবলং চ (প্রাণাশ্চ বলঞ্চ), প্রকল্পিতং (নির্ণীতং)।

বৃক্ষৌষধয়ঃ (বৃক্ষাশ্চ ওষধয়শ্চ) রোমাণি, মেঘাঃ শিরোরুহা (কেশাঃ), অদ্রয়ঃ (পর্বতাঃ) পরস্য (পরমপুরুষস্য) তে (তব) অস্থিনখানি, রাত্র্যহনী (রাত্রিশ্চ অহশ্চ) নিমেষণং (তব নেত্র নিমীলনং নেত্রোন্মীলনঞ্চ), প্রজাপতিঃ তু মেঢ্রঃ (আনন্দনেন্দ্রিয়স্বরূপঃ) বৃষ্টিঃ তব বীর্যং [ইতি] ইষ্যতে (কল্প্যতে)।

১৩-১৪। **মূলানুবাদঃ** হে ভগবন্! অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী চরণ, সূর্য চক্ষু, আকাশ নাভি, দিকসকল শ্রবণেন্দ্রিয় স্বর্গ মস্তক, দেবশ্রেষ্ঠগণ বাহু, সমুদ্র কুক্ষি, বায়ু প্রাণ ও বল, বৃক্ষ ও ওষধিরাজি রোমরাজি, মেঘমালা কেশরাশি, পর্বতমালা অস্থি ও নখ, দিন-রাত্রি নেত্র উন্মীলন ও নিমীলন প্রজাপতি মেঢ্র এবং বৃষ্টি বীর্যরূপে উদ্ভাবিত।

পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তাদৃশ বিচার দাঁড়ালে, এর পূর্ব অবস্থায় তাদের কি খবর? এরই উত্তরে, পরবর্তী গুণ ইতি অর্ধ শ্লোক। ॥ জী° ১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তে ত্বাং প্রাপ্তুং তুভ্যং নমোঽস্তু। তব তু স্বভক্তেভ্যোঽন্যেষুপাসকেষু দৃষ্টির্ন রজ্যতীত্যাহে,—তুভ্যমিতি। অবিষক্তদৃষ্টয়ে। কথং তর্হি সর্বদেবপূজাং ত্বং প্রাপ্নোষীতি ব্রূষে যোহি যেভ্যঃ পূজা প্রাপ্নোতি স তেষ্বনুরজ্যত্যেবেত্যত আহ,—সর্বাত্মনে সর্বাধিষ্ঠাতৃত্বাদেব তত্তৎপূজাং প্রাপ্নোষি নতু তস্যাং তব কাচিদপেক্ষাস্তি তেঽপি ত্বাং ন পূজয়ন্তি কুতস্তব তেষ্বাসক্তিরিতি ভাবঃ। অতঃ সাক্ষিণে ইতি সাক্ষী ত্বং সর্বাত্রোদাসীন এবেতি ভাবঃ। ননু, তর্হি তে দেবা এব স্বস্বোপাসকাস্তানুদ্ধরন্তু তত্রাহ,—গুণেতি। অসকৃৎ নিরন্তরং দেব-নৃ-তির্য্যঞ্চ আত্মানো যেষাং তেষু দেবাদিশরীরা-

ত্বয্যব্যয়াত্মন্ পুরুষে প্রকল্পিতা
লোকাঃ সপালা বহুজীবসঙ্কুলাঃ।
যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকসো-
ঽপ্যুদুম্বরে বা মশকা মনোময়ে ॥১৫॥

১৫। **অন্বয়ঃ** অব্যয়াত্মন্ (হে সর্বকারণত্বেঽপি অচিন্ত্যশক্ত্যা নির্বিকার) যথা জলে জলৌকসঃ (সূক্ষ্মপ্রাণিরাশয়ঃ) সঞ্জিহতে (প্রচরন্তি) অপি বা (যথা বা) উড়ুম্বরে (উড়ুম্বারন্তঃ কেশরেষু) মশকাঃ (প্রচরন্তি, তথা) মনোময়ে ত্বয়ি পুরুষে (মহাহিরণ্যগর্ভরূপে) বহুজীবসঙ্কুলাঃ সপালাঃ লোকাঃ প্রকল্পিতাঃ (সম্যক্স্থিতাঃ)।

১৫। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে বিরাটরূপের স্তব করার পর অনন্তব্রহ্মাণ্ডকারণ মহাহিরণ্যগর্ভ রূপের স্তব করছেন—

হে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ! আপনার মনোময় নির্বিকারপুরুষ মহাহিরণ্যগর্ভ বিগ্রহের ভিতরে বহুজীব সমাকীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সহিত সঞ্চরণ করছে—যথা জলে জোঁকাদি ক্ষুদ্র প্রাণী-সকল, আর ডুমুর ফলে সূক্ষ্মকীটসকল ঘুরে বেড়ায়, পরস্পরের স্বরূপ না জেনে।

ভিমানিষ্বিত্যর্থঃ তত্তদুপাস্য দেবা অপি স্বয়ং গুণপ্রবাহপতিতাঃ কথং স্বোপাসকাংস্তানুদ্ধরন্তীতি ভাবঃ। ।বি° ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** তুভ্যং নমঃ তে—'তে' আপনাকে পাওয়ার অভিলাষে আপনার প্রতি আমার প্রণাম থাকল। আপনার তো স্বভক্ত ছাড়া অন্য উপাসকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি পড়ে না. এই আশয়ে বলা হচ্ছে তুভ্যং ইতি। ত্বয়ি অবিষক্ত দৃষ্টয়ে—[ত্বয়ি অবিষক্ত দৃষ্টয়ে] অনাসক্ত দৃষ্টি বিশিষ্ট আপনাকে। তা হলে কি করে বলেন যে সর্বদেবপূজা আপনাকে লাভ করে - যে যার পূজা পায় সে তার প্রতিই অনুরক্ত হয়ে থাকে. এই আশয়ে বলা হচ্ছে— **সর্বাত্মনে** অন্তর্যামী-রূপে সকলের অধ্যক্ষ হওয়া হেতুই আপনি সেই সেই দেবতা পূজা প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আপনার কিঞ্চিৎ মাত্রও অপেক্ষা নেই। তারাও আপনাকে পূজা করে না, কি করে আর তাদের প্রতি আপনার আসক্তি হতে পারে? এরূপ ভাব। অতঃপর **সাক্ষিণে**—আপনি সাক্ষীরূপে হৃদয়ে থাকেন—থাকেন বটে, কিন্তু সর্বত্রই উদাসীন ভাবে থাকেন, রূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তা হলে প্রশ্ন আসছে, ঐ দেবতাগণ নিজ নিজ উপাসকগণকে উদ্ধার করতে পারেন কি? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে— **গুণপ্রবাহ ইতি** আপনার অবিদ্যাকৃত গুণপ্রবাহ দেব-মানুষ-পশুপক্ষী সব শরীর-অভিমানীতেই প্রবৃত্ত হয়ে থাকে।—কাজেই দেখা যাচ্ছে, সেই সেই উপাস্য দেবতারা নিজেরাই গুণপ্রবাহে পতিত হয়ে আছেন, তারা আর কি করে তাঁদের উপাসকদের উদ্ধার করবেন এরূপ ভাব॥ বি° ১২॥

১৩-১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** সর্বময়েন সর্বময়েশ্বরত্বং দর্শয়তি—অগ্নিরিতি ত্রিভিঃ।

তত্রাদ্যং দ্বয়ং যুগ্মকম্। মুখং মুখশক্ত্যংশাধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ।

এবমন্যদপি, অতএবাভেদেনোপাসনং বিধীয়তে পরস্য তেভ্যোঽন্যস্য নিজরূপেণ পৃথগ্বর্ত্তমানস্যেতি অভেদেনোক্তেভ্যোঽপি ভেদো দর্শিতঃ॥ জী° ১৩ ১৪॥

১৩-১৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** সর্বময় রূপে সর্বময় ঈশ্বরতা দেখান হচ্ছে— অগ্নি ইতি তিনটি শ্লোকে। এর মধ্যে প্রথম দুটি শ্লোক যুগল, এক সঙ্গে ব্যাখ্যা হবে। **অগ্নিমুখং**— অগ্নি—আপনার মুখশক্ত্যংশের আবির্ভাব।

এইরূপই অন্য সকল অঙ্গও। অতএব কৃষ্ণের বিরাট রূপের সহিত অভেদরূপে এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উপাসনা বিধিসঙ্গত। **পরস্য**— অগ্নি প্রভৃতি থেকে অন্য অর্থাৎ নিজরূপে পৃথক্ বর্তমান আপনার বিরাট রূপের অস্থি নখ—এইরূপে অভেদ উক্তির মধ্যেও বিরাটরূপের ভেদ দর্শিত হল। ॥ জী° ১৩-১৪॥

১৩-১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কিঞ্চ, বৈরাজরূপস্য তব তে তে দেবা অঙ্গান্যেবাতোঽপি তত্তদ্দেবপূজা তবৈব পূজেত্যাহ,— অগ্নিরিতি। কং শির॥ বি° ১৩-১৪॥

১৩-১৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ**— আরও [বৈরাজ=সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত ব্রহ্মার সমষ্টি শরীর] পূর্বে যাঁদের কথা বলা হয়েছে সেই সেই দেবতা বৈরাজ রূপ আপনার অঙ্গসমূহই, সুতরাং সেই দেবপূজা আপনারই পূজা, এই আশয়ে বলা হচ্ছে – অগ্নি ইতি। **কং**—শির। ॥ বি° ১৩-১৪॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তদেবং বিরাজরূপত্বেন স্তুত্বানন্তব্রহ্মাণ্ডকারণমহাহিরণ্যগর্ভত্বেন স্তৌতি ত্বয়ীতি। হে অব্যয়াত্মন্ সর্ব্বকারণত্বেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা নির্ব্বিকার পুরুষে মহাহিরণ্যগর্ভরূপে মনোময়ে মনআদ্যন্তঃকরণময় ষোড়শকলে ত্বয়ি লোকাঃ সপালা বহুজীবসঙ্কুলাঃ সঞ্চরন্তীতি, তত্র লোকাঃ ব্রহ্মাণ্ডানি সঞ্চরন্তি, যথাক্রমং সৃষ্টিপ্রলয়য়োর্বহিরন্তর্ভবন্তি। পালা ব্রহ্মাদয়ঃ, অধিকারানধিকারয়োরারোহন্তি পতন্তি চ, অন্য জীবা অত্রামুত্রা গতাগতং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। তত্র ব্রহ্মাণ্ডানাং সঞ্চরণে দৃষ্টান্তঃ— যথা জলে ইতি। পালাদীনামুড়ুম্বরে বেতি। উড়ুম্বরমত্র ব্রহ্মাণ্ডস্থানীয়ম্॥ জী°১৫॥

১৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপে বিরাটরূপের স্তব করার পর অনন্তব্রহ্মাণ্ডকারণ মহাহিরণ্যগর্ভরূপের স্তব করছেন ত্বয়ি ইতি। **হে অব্যয়াত্মন্**—হে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ আপনি সর্বকারণ হলেও অচিন্ত্য শক্তিতে নির্বিকার পুরুষ মহাহিরণ্যগর্ভরূপে প্রকাশিত, মনোময় অর্থাৎ আপনার এই মনাদি অন্তঃকরণময় ষোড়শকল বিগ্রহের ভিতরে বহুজীব সমাকীর্ণ **লোকাঃ**— ব্রহ্মাণ্ডসমূহ **সপালা** – ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সহিত সঞ্চরণ করছে, তথায় ব্রহ্মাণ্ডসমূহ যথাক্রমে সৃষ্টি ও প্রলয়ে বাইরে-ভিতরে গতায়াত করছে। — ব্রহ্মাদি দেবতাগণ অধিকার-অনধিকার বিচারে ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি প্রাপ্ত হচ্ছেন। অন্য জীবসকল এ লোকে ও পরলোকে গতায়াত করেন। এখানে ব্রহ্মাণ্ডসমূহের সঞ্চরণে দৃষ্টান্ত—যথা জলে জোঁক। আর ব্রহ্মাদির সঞ্চরণে দৃষ্টান্ত উড়ুম্বরে, এখানে উড়ুম্বর ব্রহ্মাণ্ডস্থানীয়। জী° ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বেবং চেৎ তর্হি দেবযাজিনোঽপি মদ্‌যাজিন এব "যান্তি মদ্-

যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি।
তৈরাম্নষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ ॥ ১৬ ॥

১৬। **অন্বয়ঃ** [ত্বং] ক্রীড়নার্থং (লীলায়ৈ) ইহ (প্রপঞ্চে) যানি যানি রূপাণি (বিগ্রহান্) বিভর্ষি (ধারয়সি) হি তৈঃ (রূপৈঃ) আম্নষ্টশুচঃ ('আম্নষ্টা' পরিমার্জিতা শুক্ যেষাংতে) লোকাঃ মুদা তব যশঃ গায়ন্তি হি (নিশ্চিতং)।

১৬। **মূলানুবাদঃ** তা হলে আমার স্বরূপভূত রূপ কোন্ গুলি? এরই উত্তরে—

হে প্রভো! মধু ও কৈটভ দৈত্যের বধ প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক লীলার প্রয়োজনে যে সকল নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপ প্রকট করে থাকেন সেই সব রূপের মহিমা জনগণ সকলেই পরমানন্দে কীর্তন করে থাকেন—এর দ্বারা তাঁদের অবিদ্যা জনিত শোক মোহাদি চিত্তমালিন্য পরিমার্জিত হয়।

যাজিনোঽপিমা"মিতি মদুক্তেঃ। কথং তে মাং ন প্রাপ্নুবন্তি তত্রাহ,—ত্বয়ি পুরুষে বৈরাজরূপে লোকা ভূরাদয়ঃ প্রকল্পিতাঃ পালা ইন্দ্রাদিদেবাস্তৎসহিতাঃ সংজিহতেপ্রচলন্তি, বা ইবার্থে। যথা চ উড়ুম্বরফলে মশকাঃ সূক্ষ্মকীটাঃ অসংখ্যাঃ। ত্বয়ি কীদৃশে মনোময়ে মন আদ্যখিলতত্ত্বময়ে মায়িকত্বান্নশ্বরে ইত্যর্থ। হে অব্যয়াত্মন্. নব্যেতি ন নশ্যতি আত্মা দেহো যস্য হে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ইত্যর্থঃ। তেনানশ্বরাণি সচ্চিদানন্দময়ানি রূপাণ্যেব তব স্বরূপাণি তানি যজন্ত এব তদ্‌যাজিন উচ্যন্তে। বৈরাজরূপন্তু তব মায়িকং রূপং নশ্বরং নতু হং স্বরূপমতস্তদঙ্গভূত-দেবযাজিনো ন তদ্‌যাজিনঃ অতঃ সাধূক্তং 'যান্তি দেবব্রতা দেবা' নিত্যাদীতি দ্যোতিতম্ ॥ বি° ১৫ ॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, তা হলে পূর্বের বিচার থেকে দেখা যাচ্ছে, দেব-পূজকও আমারই পূজক। আমার শাস্ত্রউক্তিও আছে. "আমার পূজকগণ আমাকে অবশ্য পাবে" —তা হলে কি করে বলা যায়, দেবপূজকগণ আমাকে পায় না এরই উত্তরে, **পুরুষেত্বয়ি** বৈরাজরূপ আমার বিগ্রহে বহুজীব সমাকীর্ণ, প্রকল্পিতা—আবিষ্কৃতা **লোকাঃ** এই ভুবনসকল **সপালা**- ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত **সঞ্জিহতে**—সঞ্চরণ করছে। **বা** ইব (মতো) অর্থে। যথা **উড়ুম্বর**—ডুমুর ফলে **মশকাঃ** অসংখ্য সূক্ষ্মকীট, কিদৃশ আপনাতে? এরই উত্তরে **মনোময়ে** মন প্রভৃতি অখিল তত্ত্বময় বৈরাজরূপ আপনাতে। মায়িক হওয়ায় এইরূপ নশ্বর। হে **অব্যয়াত্মন্**—যাঁর দেহ নাশ প্রাপ্ত হয় না, তিনি অব্যয়াত্মন্ অর্থাৎ হে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। সুতরাং এই অবিনশ্বর সচ্চিদানন্দময় রূপসমূহই হল আপনার স্বরূপ। এদের পূজাকেই আপনার পূজা বলা হয়। বৈরাজরূপ হল আপনার মায়িকরূপ' ইহা নশ্বর। আপনার স্বরূপ নয়। কাজেই আপনার এই বৈরাজরূপের অঙ্গভূত দেবতাপূজকগণকে আপনার পূজা বলা যাবে না। তাই ইহা বলা ঠিকই হয়েছে যে, "দেবতা-পূজকগণ দেবতাকেই পায়"—এরূপ ব্যঞ্জনা এখানে। বি° ১৫ ॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** এবম্ভূতস্য তৎস্বরূপস্য জ্ঞানং, দুর্ঘট', তেন সুখবিশেষোঽপি

ন দৃশ্যতে। তদবতারলীলানাং দর্শনাৎ। শ্রবণাদাবপি সর্ব্বেষাং সর্ব্বশোকনিবৃত্তিঃ, পরমানন্দশ্চ জায়তে, ততস্তে তা এব গায়ন্তীত্যাহ - যানীতি; তথা চ ব্রহ্মণোক্তম্ —'জ্ঞানে প্রয়াসম্' (শ্রীভা ১০-১৪-৩) ইত্যাদি। বীপ্সায়াং সর্ব্বেষামেব রূপাণাং শোকমার্জ্জনাদিনা পরমসেব্যত্বমুক্তম্. রূপাণি বিভর্ষীত্যবতারাণাং সর্ব্বেষাং তদীয়ত্বাভিপ্রায়েণ। লোকাঃ সর্ব্বে ইত্যধিকারাপেক্ষা নিরস্তা। মুদা গায়ন্তীতি তদগানস্য স্বতঃ পুরুষার্থতাভিপ্রেতা। যদ্বা পূর্ব্বং যদন্য সাধারণ্যেন বৈষ্ণবানামুপাসনত্বমুক্তম্। তত্র চ বহুমূর্ত্যেকমূর্ত্তিকমিতি যদ্বিশিষ্য তা মূর্ত্তয়ো নোক্তাস্তত্র তত্র সন্তোষাভাবাৎ প্রপঞ্চয়তি—যানীতি॥

॥ জী° ১৬॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** এইরূপ কৃষ্ণস্বরূপের জ্ঞান দুর্ঘট. এর জ্ঞানে সুখবিশেষ জাত হতেও দেখা যায় না। কৃষ্ণের অবতার-লীলাবলীর দর্শনে শ্রবণে সকলের সকল শোক নিবৃত্তি হয় পরমানন্দও জাত হয়। সুতরাং সাধুগণ ঐ কথামৃতই গান করে থাকেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে 'যানি ইতি'। ব্রহ্মাও এরূপই বলেছেন, যথা—"হে অজিত, শ্রীভগবানের স্বরূপ-ঐশ্বর্য-মাধুর্যের জন্য কিঞ্চিতমাত্রও চেষ্টা না করে যাঁরা সাধুর আশ্রমে অবস্থান করত তাঁদের কীর্তনে উচ্ছলিত, স্বতই কর্ণকুহর-গত আপনার নামরূপগুণলীলা শ্রবণ করেন ইত্যাদি"— (শ্রীভা° ১০/১৪/৩)। 'যানি যানি রূপানি', 'যানি, যানি' দুইবার বলায় সকল রূপেরই প্রিয়বিরহ-দুঃখ-জন্য চিত্তবৈকল্য মার্জনাদি হেতু পরম সেব্যত্ব উক্ত হল। **রূপাণি বিভর্ষি**—আপনি যে যে রূপ ধারণ করেন, এই রূপ কথার অবতারণা হল, সকল অবতারেরই 'তদীয়তা' ভাব বলার অভিপ্রায়ে। **লোকাঃ**—জনগণ অর্থাৎ সকলেই কীর্তন করেন, এইরূপে অধিকার অপেক্ষা নিরস্ত হল। **মুদা গায়ন্তি**—পরমানন্দে কীর্তন করেন, এই কথার অভিপ্রায়, কৃষ্ণ কীর্তনের স্বতঃ পুরুষার্থতা। অর্থৎ সর্ব নিরপেক্ষ ভাবে একক চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত ব্রজপ্রেম সম্পাদনে সমর্থ। পূর্বে (১০/৪০/৭) শ্লোকে যে অন্য সাধারণের ধর্মের সহিত বৈষ্ণবদের উপাসনার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই 'বহুমূর্তেকমূর্তিক' যে সকল মূর্তির কথা বলা হয়েছে, তাঁদের কথা এখানে উক্ত হচ্ছে না, কারণ সেই সেই ক্ষেত্রে সন্তোষের অভাব হেতুই এই 'যানি ইতি' শ্লোকের অবতারণা ॥ জী° ১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্থ, তর্হি কানি মম স্বরূপভূতানি রূপাণীত্যত আহ, যানীতি। ক্রীড়নানি অব্ধিসন্তরণমধু-কৈটভ-হননাদীনি তদর্থং বিভর্ষি নিত্যসিদ্ধান্যেব গৃহ্লাসি গৃহীত্বা লোকান্ কৃপয়া দর্শয়সীত্যর্থঃ অতস্তৈরারাধিতৈরাষ্টঃ পরিমার্জিতাঃ শুচঃ আবিদ্যকশোকমোহাদয়ো মলা যৈস্তে ॥ বি° ১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** পূর্বপক্ষ, তা হলে আমার স্বরূপ ভূত রূপ কোন্ গুলি? এরই উত্তরে যানি ইতি। **ক্রীড়নার্থং**—সমুদ্র-সন্তরণ, মধুকৈটভ-বধ প্রভৃতি লীলার প্রয়োজনে যে যে রূপাণি বিভর্ষি—নিত্যসিদ্ধ রূপ ধারন করে নেন, অর্থাৎ ধারণ করত কৃপা করে লোককে দেখান। **অতঃপর তৈঃ**— মুহুর্মুহু চিন্তিত সেই রূপের দ্বারা **আষ্টঃ** পরিমার্জিত হয়েছে **শুচঃ**— অবিদ্যা জনিত শোক-মোহাদি চিত্তমালিন্য যাদের **তে**—তারা পরমানন্দে, সঙ্কীর্তন করেন। বি° ১৬॥

নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।
হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভমৃত্যবে ॥ ১৭ ॥

অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্ত্তয়ে ॥ ১৮ ॥

১৭-১৮। **অন্বয়ঃ** প্রলয়াব্ধি চরায় (প্রলয় সমুদ্রে বিচরণ শীলায় কারণ মৎস্যায় চ নমঃ) মধু-কৈটভ মৃত্যবে (মধুকৈটভয়োঃ হন্ত্রে) হয়শীর্ষে (হয়গ্রীবায়) তুভ্যং নমঃ।

মন্দরধারিণে (মন্দর পর্বত ধারকায়) বৃহতে(বৃহৎরূপায়) অকূপারায় (কূর্মায়) নমঃ। ক্ষিত্যুদ্ধারায় বিহারায় শূকরমূর্ত্তয়ে নমঃ।

১৭-১৮। **মূলানুবাদঃ** পূর্বের শ্লোকে 'যানি যানি' বাক্যে যাদের কথা বলা হল তারা কারা ? এরই উত্তরে—

প্রলয় জলধিচারী সর্বকারণ রূপ মস্যরূপী আপনাকে প্রণাম। মধু ও কৈটভ দৈত্যের হন্তা হয়গ্রীব ভগবান্ আপনাকে প্রণাম।

মন্দার-পর্বত-ধারী লক্ষযোজন বিস্তৃত কূর্মরূপী আপনাকে প্রণাম। পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বিহার পরায়ণ শূকর মূর্তিধারী আপনাকে প্রণাম।

১৭-১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** সর্ব্বকারণরূপায় মৎস্যায়েতি তদ্রূপস্য নিত্যত্বাদিকমভিপ্রেতম্। এবং কারণত্বমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। চকারাৎ সত্যব্রতোপদেশাদিকারণেন। এবমন্যেঽপি চকারা যোজ্যাঃ। তুভ্যমিত্যত্র চ যোজ্যম্।

'অকূপারঃ সমুদ্রে স্যাৎ কূর্ম্মরাজেঽপি কীর্ত্তিতঃ. ইতি বিশ্বঃ। বৃহত ইতি যোজনলক্ষ-বিস্তারাৎ শূকরস্য মূর্ত্তিরিব মূর্ত্তির্যস্যেতি প্রাকৃতশূকরত্বং নিরস্তম্, অপ্রাকৃততদাকারত্বেনৈব চ তৎসংজ্ঞত্বং বিহিতম্ ॥ জী° ১৭ ১৮ ॥

১৭-১৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** কারণমৎস্যায়—সর্বকারণরূপ মৎস্যরূপী [চ] তুভ্যং— আপনাকে প্রণাম। আপনার এই রূপের নিত্যত্ব বলার অভিপ্রায়ে এই কারণ' শব্দের প্রয়োগ। এইরূপ কারণত্ব পরের শ্লোকগুলিতেও আছে বুঝতে হবে। এক তো জগৎস্থিতির কারণে, চ – আর প্রলয় কালে সত্যব্রতের রক্ষা ও উপদেশাদি কারণে প্রলয় জলধিতে বিচরণশীল। এই 'চ' কারেয় দ্বারা 'তুভ্যং' অন্বিত হবে প্রথম চরণে।

[অকূপার=কূর্মরাজ] বিশ্ব। বৃহত—লক্ষযোজন বিস্তার। শূকরমূর্তয়ে – শূকরের মূর্তি, এইরূপে প্রাকৃত শূকরত্ব নিরস্ত হল। এই মূর্তি অপ্রাকৃত – শূকরের আকার ধারন হেতুই শূকর বলা হচ্ছে। ॥ জী° ১৭-১৮ ॥

নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোক-ভয়াপহ।
বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ ॥১৯॥

নমো ভৃগূণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবন-চ্ছিদে।
নমস্তে রঘুবর্যায় রাবণান্তকরায় চ ॥২০॥

১৯। **অন্বয়ঃ** [হে] সাধুলোক ভয়াপহ অদ্ভুত সিংহায় (অদ্ভুত নৃসিংহ মূর্তয়ে) তে (তুভ্যং) নমঃ। ক্রান্ত ত্রিভুবনায় চ (পদ বিন্যাসেন আক্রান্ত ত্রিলোকায়) বামনায় তুভ্যং নমঃ।

১৯। **মূলানুবাদঃ** হে সাধুজন-ভয়হারী! অদ্ভুত নৃসিংহরূপী আপনাকে প্রণাম। এবং পদবিন্যাসে ত্রিভুবন আক্রমনকারী বামনরূপী আপনাকে প্রণাম।

২০। **অন্বয়ঃ** দৃপ্তক্ষত্রবন-চ্ছিদে (গর্বিত ক্ষত্রিয়রূপ-বনচ্ছেদকায়) ভৃগূণাংপতয়ে (পরশুরামায় তুভ্যং নমঃ) রাবণান্তকরায় রঘুবর্যায় তে (তুভ্যং) চ নমঃ।

২০। **মূলানুবাদঃ** হে প্রভো! গর্বিত ক্ষত্রিয়রূপ বন সংহারকারী পরশুরাম রূপী আপনাকে প্রণাম। রাবণ কুম্ভকর্ণাদি বধকারী, এবং আর্যধর্মপ্রদর্শনকারী রঘুপতি রামরূপী আপনাকে প্রণাম।

১৭-১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তান্যেব কানীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ,- নম ইতি ষড়্ভিঃ। সর্বকারণরূপায়েতি তদ্রূপস্য নিত্যত্বাদিকমভিপ্রেতং এবং কারণত্বমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। প্রলয়াব্ধিচরায়েতি তত্রেতস্ততশ্চলনমেব ক্রীড়নম্। এবমগ্রে মধুকৈটভহননাদীন্যেব ক্রীড়নানি জ্ঞেয়ানি। অকূপারায় কূর্মায়; "অকূপরঃ সমুদ্রে স্যাৎ কূর্মরাজেঽপি কীর্তিত" ইতি বিশ্বঃ॥ ১৭-১৮ ॥

১৭-১৮। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ঐ 'যানি যানি' বাক্যে যাঁদের কথা বলা হল তাঁরা কারা — এই অপেক্ষায় বলা হচ্ছে, নম ইতি ছয়টি শ্লোক। **কারণ মৎস্যায়**—নিখিল জগতে কারণরূপ মৎস্যরূপী আপনাকে আপনার এইরূপের নিত্যত্ব অভিপ্রায়ে 'কারণ' শব্দটি প্রয়োগ। এইরূপ কারণত্ব পরের শ্লোকগুলিতে আছে জানতে হবে। **প্রলয়াব্ধিচরায়েতি**—প্রলয় জলধিতে ইতস্ততঃ চলনই আপনার এক লীলা। এইরূপে পরে মধুকৈটভ হননাদিও লীলা, এরূপ বুঝতে হবে।

অকূপারায়—কূর্ম বিগ্রহকে প্রণাম। — [অকূপার= কূর্মরাজ] ॥ বি° ১৭ ৮ ॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** তথাভূতত্বেঽপি হে সাধুলোকভয়াপহ ॥জী° ১৯॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** তথাবিধ শূকরাদি রূপ হলেও হে সাধুলোকভয়হারী ॥ জী° ১৯ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** কুঠারায়ুধত্বাদ্বনরূপক', তেন তেষাং তত্র কিঞ্চিদপি কর্তুমক্ষমত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥ জী°২০ ॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** **ক্ষত্রবন**—ক্ষত্রিয়রূপ বন, পরশুরামের অস্ত্র কুঠার, তাই ছেদন বস্তু ক্ষত্রিয়ের সহিত বনের উপমা, এই উপমায় ক্ষত্রিয়দের ছেদন সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রতিরোধ করার অক্ষমতা ব্যঞ্জিত হল ।জী° ২০ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥২১॥

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানব-মোহিনে।
ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে ॥ ২২ ॥

২১। **অন্বয়** ঃ বাসুদেবায় তে (তুভ্যং) নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ [তুভ্যং নমঃ] প্রদ্যুম্নায় [তুভ্যং নম] অনিরুদ্ধায় [তুভ্যং নমঃ] সাত্বতাং পতয়ে (অধিপতয়ে) [তুভ্যং] নমঃ।

২১। **মূলানুবাদ** ঃ হে প্রভো! সর্বভক্তের পরিপালক বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধরূপী আপনাকে প্রণাম।

২২। **অন্বয়** ঃ দৈত্য-দানব-মোহিনে (বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র প্রবর্তনেন দৈত্যদানবানাং মোহ-জনকায়) [তথাপি] শুদ্ধায় বুদ্ধায় [তুভ্যং] নমঃ ম্লেচ্ছপ্রায় ক্ষত্রহন্ত্রে (ম্লেচ্ছা এব 'প্রায়েন' সাদৃশ্যেন ক্ষত্রানি ক্ষত্রিয়াঃ রাজ্যকারিত্বাৎ তত্তুল্যাঃ ইত্যর্থঃ তেষাং হন্তা)। কল্কিরূপিণে তে (তুভ্যং নমঃ।

২২। **মূলানুবাদ** ঃ শাস্ত্রদ্বারা দৈত্যদানবকে মোহিত করলেও এবং সে কারণে বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র প্রবর্তন করলেও যিনি নির্দোষ, সেই বুদ্ধরূপী আপনাকে প্রণাম। ম্লেচ্ছতুল্য ক্ষত্রিয়দের হননকারী কল্কিরূপী আপনাকে প্রণাম।

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ নমস্তে ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। তত্র সঙ্কর্ষণমিত্যাদেরয়মর্থঃ। ক্রমপ্রাপ্তস্তাবদত্র শ্রীবলরাম ইতি সঙ্কর্ষণ শব্দেন স এবোচ্যতে। স চ শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ-বাসুদেবাদিচতুর্ব্যূহান্তঃ-পাতী. ততস্তদন্তঃপাতিতয়ৈব তং প্রণমন্, তান্ সর্ব্বানেব প্রণমতীতি তাপন্যাদাবেষা নিত্যত্বশ্রবণাত্-দানীমনাবির্ভূতয়োরপি প্রদ্যুম্নাদিকয়োর্নমস্কারস্তাং শ্রুতিং প্রমাণয়তি সাত্বতাং পতয় ইতি সর্ব্বেষামেব বিশেষণম্। সদ্বংশ্যানামপি স্তুত্যর্থম্। তৃতীয়-নমঃ শব্দঃ প্রদ্যুম্নেইপি যোজ্যঃ ॥ জী° ২১ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ [শ্রীধর চতুর্ব্যূহরূপকে প্রণাম করা হচ্ছে – নমস্তে বাসুদেবায় ইতি] এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে 'সঙ্কর্ষনায়' ইত্যাদির এরূপ অর্থ –ক্রমানুসারে 'সঙ্কর্ষণ' —'সঙ্কর্ষণ' শব্দে এখানে বলরামই উক্ত। ইনি শ্রীকৃষ্ণলক্ষণযুক্ত বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহান্তঃপাতী, অতঃপর তদন্তঃপাতিরূপে তাঁকে প্রণাম করবার পর প্রদ্যুম্নাদি সকলকেই প্রণাম করছেন গোপালতাপনী প্রভৃতিতে এদের নিত্যত্ব শ্রবণ হেতু - তৎকালে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ আবির্ভূত না হলেও তাঁদিকে প্রণাম সেই শ্রুতিকে প্রমাণ করল সাত্বতাং পতয়ঃ - সমস্ত ভক্তের পতি, এই বাক্যটি বাসুদেবাদি সকলেরই বিশেষণ। সাধুবংশোদ্ভব জনদেরও স্তুতি এই বাক্যের অভিপ্রায় ॥ জী ২১ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ তো টীকা**ঃ শুদ্ধায় বেদবিরুদ্ধশাস্ত্র প্রবর্ত্তকত্বেইপি নির্দোষায়ৈব। তত্র

ভগবন্ জীবলোকোঽয়ং মোহিতস্তব মায়য়া।
অহংমমেত্যসদ্‌গ্রাহো ভ্রাম্যতে কর্মবর্ত্মসু ॥ ২৩॥
অহঞ্চাত্মাত্মজাগার-দারার্থ-স্বজনাদিষু।
ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া বিভো ॥ ২৪ ॥

২৩। **অন্বয়ঃ** [হে] ভগবন্! তব মায়য়া মোহিতঃ অহংমমেত্যসদ্‌গ্রাহঃ (অহংমম ইত্যাকারেণ অসতি দেহাদৌ 'গ্রাহ' আগ্রহো যস্য সঃ) অয়ং সর্বলোকঃ কর্মবর্ত্মসু (কর্মমার্গেষু) ভ্রাম্যতে।

২৩। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে স্তুতি করবার পর এখন দুঃখ জানাচ্ছেন— হে ভগবন্! আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে এই জীবলোক 'অহংমম' অভিমানযুক্ত হয়ে কর্ম মার্গেই গতায়াত করতে থাকে, আপনার ভক্তি পথে আসে না।

২৪। **অন্বয়ঃ** হে প্রভো! মূঢ় অহং চ (অহমপি) স্বপ্নকল্পেষু (স্বপ্নবৎ অনিত্যেষু) আত্মা-ত্মজাগার-দারার্থ-স্বজনাদিষু সত্যধিয়া ভ্রমামি।

২৪। **মূলানুবাদঃ** আমি ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়েও কংসাদি অপরাধীদের সঙ্গদোষে মায়ায় আবৃত হয়ে গেলাম, তাই গৃহাদি আসক্তি ছাড়তে পারছি না, এই আশয়ে অক্রূর বলছেন—

হে বিভো। আমিও অতিশয় মূঢ়, কারণ স্বপ্নের ন্যায় অনিত্য দেহ-পুত্র-কলত্র-ধন এবং স্বজনাদি বিষয়ে সত্যবুদ্ধিতে আসক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

হেতুঃ—দৈত্যেতি। ম্লেচ্ছা এব প্রায়েণ সাদৃশ্যেন ক্ষত্রাণি ক্ষত্রিয়াঃ রাজ্যকারিত্বাত্তুল্যা ইত্যর্থঃ, তেষাং হন্ত্রে কল্কো দম্ভঃ, ম্লেচ্ছবেশিত্বেন সোঽস্যাস্তীতি তাদৃশং রূপং যস্য তস্মায়ে ॥ জী° ২২ ॥

২২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** শুদ্ধায়—বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র প্রবর্তক হলেও বুদ্ধ নির্দোষ। —এর কারণ দৈত্য ইতি—এই শাস্ত্রদ্বারা দৈত্য-দানবদের মোহিত করে রাখা হয়, তাই নির্দোষ। ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্র—সাদৃশ্যে 'প্রায়' শব্দ, এই ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যপরিচালকতা গুণে ম্লেচ্ছতুল্য—এইসব ক্ষত্রিয়দের হননকারী কল্কিরূপী আপনাকে প্রণাম। কল্কঃ—দম্ভ, ম্লেচ্ছবেশ পরিহিত হওয়া হেতু এঁর মধ্যে দম্ভ বর্তমান। —তাদৃশ রূপ যার, সেই কল্কিরূপী আপনাকে প্রণাম ॥ জী° ২২ ॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** এবং ত্বয়া লোকোদ্ধারার্থমবতারেষু কৃতেষ্বপি যে মহাপরাধ-সংস্কারবন্তস্তে তু ত্বন্মায়য়া মোহিতাস্ত্বদ্ভক্তিং বিহায়ান্যত্র প্রবর্ত্তন্তে তু ইতি শোচন্নাহ—ভগবন্নিতি। হে মায়া-তিরস্কার-ষড়্‌গুণৈশ্বর্য ইতি নিবেদনে হেতুরয়ম্। কর্ম-মার্গেষ্বেব ভ্রাম্যতে, মুহুরাবৃত্ত্যা প্রবর্ত্ত্যতে, ন তু ত্বদ্ভক্তাবিত্যর্থঃ॥

২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** এইরূপে আপনি লোক উদ্ধারের জন্য নানাবিধ অবতার গ্রহণ করলেও যাঁরা মাহা অপরাধ-সংস্কারবন্ত তারা কিন্তু আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে

অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্যয়মতির্হ্যহম্।
দ্বন্দ্বারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাত্মনঃ প্রিয়ম্ ॥ ২৫ ॥

২৫। **অন্বয়ঃ** অনিত্যানাত্মদুঃখেষু (অনিত্য কর্মফলে নিত্যমিতি, অনাত্মনি দেহে আত্মেতি, দুঃখরূপে গৃহাদৌ সুখমতি তেষু বিপর্যয়মতিঃ [সন্] দন্দ্বারামঃ (সুখদুঃখাদিষু) আরমতি (ক্রীড়তীতি তথা সঃ) তমোবিষ্টঃ (তমসা আচ্ছন্নঃ) অহং হি (নিশ্চিতম্) আত্মনঃ প্রিয়ং (প্রেমাস্পদং) ত্বা (ত্বাং) তু ন জানে।

২৫। **মূলানুবাদঃ** তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়ে অনিত্য পুত্রাদি বিষয়ে নিত্যবুদ্ধি, দেহে আত্মজ্ঞান ও দুঃখময় গৃহাদিতে সুখ—এইরূপ বিপরীত মতি হয়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছি। আত্মার সাক্ষাৎ প্রিয় আপনার অনুসন্ধান করছি না।

আপনায় ভক্তি ত্যাগ করে অন্য পথেই প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে শোক করতে করতে বলছেন, **ভগবন্ ইতি** – হে মায়া তিরস্কারী ষড়্‌গুণ ঐশ্বর্যশালী কৃষ্ণ, এই যা বিশেষণ দেওয়া হল, ইহাই নিবেদনে হেতু। **কর্মবর্ত্মসু ইতি** – কর্মমার্গেই ঘুর ঘুর করে থাকে। মৃত্যুর পর বার বার ফিরে এসে ঐ কর্মমার্গেই প্রবৃত্ত হয়, আপনার ভক্তিমার্গে নয়। জী° ২৩॥

২৩। **বিশ্বনাথ টীকাঃ** এবং স্তুত্বা দুঃখং বিজ্ঞাপয়তি,—ভগবন্নিতি। ভ্রাম্যতে মায়য়ৈব ॥ বি° ২৩॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** এইরূপে স্তুতি করবার পর এখন দুঃখ জানাচ্ছেন—ভগবন্ ইতি। **ভ্রাম্যতে ইতি** - মায়া দ্বারা কর্মমার্গেই ঘুরে বেড়ায়। ॥ বি° ২৩।

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** ত্বদ্ভক্তৌ প্রবৃত্তেঽপ্যহং নূনং তাদৃগপরাধিসঙ্গদোষাৎ পুনর্লব্ধচ্ছিদ্রয়া তন্মায়য়াবরণাদগৃহাদ্যাসক্তিং হাতুং ন শক্নোমীত্যাহ—অহঞ্চেতি। অপ্যর্থে চকার, আত্মা দেহঃ॥ বি° ২৪ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** আপনার ভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়েও আমি নিশ্চয়ই তাদৃশ অপরাধী সঙ্গদোষে পুনরায় লব্ধছিদ্র হওয়ায় সেই মায়ায় আবৃত হয়ে পড়লাম, তাই গৃহাদি আসক্তি ছাড়তে পারছি না এই আশয়ে বলছেন—অহং চ ইতি। 'অপি' অর্থে 'চ' কার। **আত্মা**—দেহ। ॥ জী° ২৪ ।

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অনিত্যাদিষু বিপরীতবুদ্ধিঃ সন্ দ্বন্দ্বারামঃ হি নিশ্চিতং ত্বা ত্বামাত্মন এব সাক্ষাৎ প্রিয়ং পরমাত্মত্বাৎ, ন তু পুত্রাদিবদ্দেহাদিসম্বন্ধেনেত্যর্থঃ; ইতি দেহাদিভ্যোঽপি প্রিয়তমত্বেন জ্ঞানযোগাত্তোক্তা তথাপি ন জানে নানুভবামি ॥ জী ২৫ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অনিত্য বস্তুতে বিপর্যয়মতিঃ—বিপরীত বুদ্ধি হয়ে **দ্বন্দ্বারাম** সুখদুঃখাদিতে খেলে বেড়াচ্ছি। হি— 'এব' নিশ্চয় অর্থাৎ সাক্ষাৎ ত্বত্মানঃপ্রিয়ম্, আত্মার সাক্ষাৎ প্রিয় আপনাকে (অনুভব করছি না), আপনি পরমাত্মা বলে সাক্ষাৎ প্রিয়। পুত্রাদিবৎ দেহ

যথাবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ।
অভ্যেতি মৃগতৃষ্ণাং বৈ তদ্বৎত্বাহং পরাঙ্মুখঃ ॥ ২৬ ॥

২৬। **অন্বয়ঃ** অবুধঃ (অজ্ঞঃ) যথা তদুদ্ভবৈঃ ('তৎ' তস্মাৎ জলাৎ জাতৈঃ) [তৃণাদিভিঃ] প্রতিচ্ছন্নং (আবৃতং) জলং হিত্বা (পরিত্যজ্য) মৃগতৃষ্ণাং (মরীচিকাম্) অভ্যেতি (জলপানার্থং তদভিমুখং ধাবতি) তদ্বৎ (তথা) অহং অজ্ঞানেন (মায়াচ্ছন্নত্বেন প্রতীতং) ত্বা (ত্বাম্) পরাঙ্মুখঃ বৈ (দেহাভিমুখ বর্তে)

২৬। **মূলানুবাদঃ** নির্বোধ ব্যক্তি যেমন জল থেকেই জাত তৃণাচ্ছাদিত জল পরিত্যাগ করত জল পানের জন্য মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ আমিও অজ্ঞানতা বশতঃ মায়াচ্ছন্নরূপে প্রতীত আপনাকে পরিত্যাগ করত দেহাদির অভিমুখে ধাবিত হচ্ছি।

সম্বন্ধে প্রিয় নয়। —দেহাদি থেকে প্রিয়তম বলতে অক্রূরের অনুভব-যোগ্যতা উক্ত হল। তথাপি **ন জানে** — অনুভব করি না। । জী° ২৫।

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অনিত্যে কর্মফলে নিত্যমিতি। অনাত্মনি দেহে আত্মেতি দুঃখরূপে গৃহাদৌ সুখমিতি বিপরীতমতিরিত্যর্থঃ। দ্বন্দ্বেষু সুখদুঃখাদিষু আরমতীতি সঃ। যতস্তমসাবিষ্টঃ ব্যাপ্তঃ আত্মনঃ প্রিয়ং প্রেমাস্পদং ত্বাং ন জানে ॥ বি' ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **অনিত্যান্ ইতি** অনিত্য কর্মফলে নিত্য বুদ্ধি দেহে আত্মবুদ্ধি, দুঃখরূপ গৃহাদিতে সুখ, এই সব বিপরীত বুদ্ধি। দ্বন্দ্বারামঃ—সুখ দুঃখাদিতে খেলে বেড়ানো এই জন যে হেতু **তমোবিষ্টঃ**— তমোগুণে আচ্ছন্ন **আত্মনঃ** আমার **প্রিয়ং**—প্রেমাস্পদ **ত্বাং**—আপনাকে অনুভব করে না। । বি' ২৫।

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** **অবুধঃ** - অবিবেকী, তদুদ্ভবৈঃ সরসশৈবালাদিভিরিতি। সুজ্ঞেয়মপি সূচিতম্। দার্ষ্টান্তিকেঽপি তত্তৎ-প্রভাবমাধুর্যযুক্তত্বেন। অভ্যেতি দূরতো যাতি, বৈ প্রসিদ্ধৌ, হিত্বাহং ত্বামিত্যেব পাঠঃ। তথেতি টীকাতঃ তদ্বত্ত্বামহমিতি পাঠে তু সিদ্ধে ত্বা ত্বাং হিত্বেত্যন্বয়ঃ তথেতি টীকা তু তদ্বদিত্যাস্য মন্তব্যা ॥ জী° ২৬ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** — **অবুধঃ**—অবিবেকী, 'তদুদ্ভবৈঃ' তার নিজের থেকেই জাত রসাল শৈবালাদির দ্বারা আচ্ছাদিত - এই 'তদুদ্ভবৈঃ' শব্দের ব্যবহারে আচ্ছাদিত বস্তুটি যে সহজেই জ্ঞানগম্য, তাও সূচিত হচ্ছে।

আরও উপমেয় কৃষ্ণও যে সেই সেই প্রভাব-মাধুর্য যুক্ত, তাও সূচিত হল। **অভ্যেতি** - মরীচিকার দিকে ধাবিত হয়, দূরের থেকে। **বৈ** – ইহা প্রসিদ্ধই আছে। পাঠ 'হিত্বাহংত্বাম্' এরূপও আছে। শ্রীধর টীকার 'তথা' স্থানে 'তদ্বৎত্বামহমিতি' পাঠ ধরলে ত্বা ত্বাং 'হিত্বা' এরূপ অন্বয় হবে। তথা' পাঠ ধরলে 'তদ্বৎ' এরূপ অন্বয় হবে— ইহাই মন্তব্য করণী এখানে। ॥ জী° ২৬ ॥

নোৎসহেঽহং কৃপণধীঃ কামকর্মহতং মনঃ।
রোদ্ধুং প্রমাথিভিশ্চাক্ষৈর্হ্রিয়মাণমিতস্ততঃ ॥২৭॥

সোঽহং তবাঙ্ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে।
পুংসো ভবেদর্হি সংসরণাপবর্গ-
স্ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ ॥২৮॥

২৭। **অন্বয়** ঃ কৃপণধীঃ (বিষয়বাসনাযুক্তাবুদ্ধিঃ যস্য সঃ) অহং কামকর্মহতং প্রমথাভিঃ (বলিভিঃ) অক্ষৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) চ ইতস্ততঃ হ্রিয়মাণং (আকৃষ্যমাণং) মনঃ রোদ্ধুং (নিবারয়িতুম্) ন উৎসহে (নশক্নোমি)।

২৮। **অন্বয়** ঃ [হে] ঈশ (অন্তর্যামিন্) [হে] অব্জনাভ! সঃ অহং (তথাভূত) ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রোঽপি অহং) অসতাং (ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রাণাং দুরাপং (দুর্লভং) তব অঙ্ঘ্রিং উপগতঃ (শরণংপ্রাপ্তঃ) অস্মি, তৎ চ (তদ্ অঙ্ঘ্রি-উপগমনং চ) অপি ভগবদনুগ্রহঃ অহং মন্যে।

পুংসঃ (জীবস্য) সংসরণাপবর্গঃ (সংসারস্য সমাপ্তিঃ) যর্হি (যদা তৎকৃপয়া) ভবেৎ [তদা সঞ্জাতয়া] সদুপাসনয়া (সৎসেবয়া) ত্বয়ি মতিঃ স্যাৎ।

২৭। **মূলানুবাদ** ঃ বিষয়বাসনায় মলিন-বুদ্ধি আমি ভোগ-ইচ্ছায়, কখনও কেবল প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা ক্ষুব্ধ, আরও ঐহিকবিষয়সমূহের পরমযাচক ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা ইতস্ততঃ আকৃষ্যমান মনকে রোধ করতে পারছি না।

২৮। **মূলানুবাদঃ** হে অন্তর্যামিন্! হে পদ্মনাভ! তাদৃশ আমি যে আজ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র জনের দুষ্প্রাপ্য আপনার পাদপদ্ম আশ্রয়রূপে লাভ করলাম, তা আপনার অনুগ্রহেই সম্ভব হল।

হে ভগবন্! যখন জীবের ভাগ্যবশে মহৎকৃপায় সংসার নাশ হয়, তখন মহৎসেবা দ্বারা কৃষ্ণে ভক্তি জাত হয়।

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ সদৃষ্টান্তমাহ,—যথেতি। তস্মাজ্জলাদুদ্ভবন্তীতি তদ্ভবানি তৃণাদীনি তৈঃ। তথা স্বাজ্ঞানেন মায়াচ্ছন্নত্বেন প্রতীতং ত্বা ত্বং হিত্বা পরাঙ্মুখঃ দেহাদ্যভিমুখো বর্তে ॥ বি° ২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ দৃষ্টান্তের সহিত বলা হচ্ছে, যথা ইতি। **তদুদ্ভবৈঃ**—যথা জল সেই থেকেই জাত তৃণাদির দ্বারা (আচ্ছন্ন জল ছেড়ে) তথা নিজ অজ্ঞানতায় মায়াচ্ছন্ন বলে প্রতীত ত্বা – 'ত্বাম্' আপনাকে ত্যাগ করে পরাঙ্মুখ—দেহাদি অভিমুখে বর্তে ধাবিত হয় ॥ বি° ২৬ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ কামঃ পূর্ব্ববাসনা, তৎপ্রেরিতেন কর্ম্মণা হতং, ততোঽপ্যৈহিকবিষয়াণাং সংযুক্তত্বাৎ পরমার্থিভিঃ ॥ জী° ২৭ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **কামকর্মহতং** 'কাম' পূর্ববাসনা, এরদ্বারা প্রেরিত

কর্মের দ্বারা হত (মন)—'চ' আরও **প্রমাথিভিঃ**—এই জাগতিক বিষয়ের সহিত সংযুক্ত থাকা হেতু, **অক্ষৈঃ ইতি**— চক্ষু প্রভৃতি দ্বারা আকৃষ্যমান মনকে রোধ করতে সমর্থ হচ্ছি না। [শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ— **কামকর্মহতং** — 'কামেন' ভোগেচ্ছায়, ক্বচিৎ কেবল প্রারব্ধকর্মের দ্বারাও হত মনকে রোধ করতে সমর্থ হচ্ছিনা]। জী ২৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** প্রমাথিভিঃ প্রকর্ষেণ মথদ্ভির্বলিষ্ঠৈরক্ষৈরিন্দ্রিয়ৈরাকৃষ্যমাণং মনঃ রোদ্ধুং নোৎসহে ইতি তথা মে ধিয়ঃ কার্পণ্যং যথা তাদৃশং মনো রোদ্ধুমুৎসাহোঽপি ন জায়ত ইত্যর্থঃ।বি ৭॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ প্রমাথিভিঃ** — [প্র+মাথিভিঃ] প্রকৃষ্টভাবে 'মথদ্ভিঃ' আলোড়িত করে মনকে — অর্থাৎ বলিষ্ঠ **অক্ষৈঃ**— ইন্দ্রিয়ের দ্বারা **হ্রিয়মানম্** — আকৃষ্যমান, তথা **কৃপণধীঃ**—বুদ্ধির দীনতায় মূঢ়তাপ্রাপ্ত মনকে রোধ করতে আমার উৎসাহও জাত হচ্ছে না।বি°২৭॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অস্মীতি শরণাগতস্য দার্ঢ্যম্, নিত্যত্বঞ্চাভিপ্রেতি — অসতামিন্দ্রিয়পরতন্ত্রাণাং, হে ঈশেতি অন্তর্যামিতয়াধুনা ত্বয়ৈব তত্র প্রেরণাদিত্যর্থঃ। অয়মনুগ্রহে হেতুঃ অব্জনাভেতি লোকানুগ্রহেণৈব লোকপদ্মং নিজনাভৌ বহসীতি ভাবঃ। অন্যৈস্তৈঃ। তত্র সদুপাসনা, ত্বদ্ভক্তানাং সেবা সম্পদ্যতে সাঙ্গীভবতি। তন্মতিস্ত্বজ্জ্ঞানং, মুক্তির্ভক্তেরানুষঙ্গিকী, সাপি, ন তু মা, কিমুত স্বয়ং ভক্তিরিত্যর্থ ইতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, ত্বজ্জ্ঞানন্তু মম পরমদূরতমমিত্যাহ— পুংস ইতি। অথবা স তথাবিধোঽপ্যহম্; অব্জনাভৌত্যত্র 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদিনা অমো লুক্, তথাবিধানাং মাদৃশাং দুরাপং তবাঙ্ঘ্রিং যদুপগতোঽস্মি, সমীপে প্রাপ্তবানস্মি, তচ্চাপ্যহমিত্যাদি পুনঃ পুনরহংশব্দঃ কেচিন্নিজং ভজনাদিকং কারণং বদন্তু, তদনুগ্রহমেবেতি ব্যনক্তি। অহো অস্তু তাবত্ত্বদঙ্ঘ্রিসমীপপ্রাপ্তিরন্যথা ত্বয়ি মতিরপি দুরাপা ইত্যাহ— পুংস ইতি। যর্হি বিচারেণ সত্যা উত্তময়া উপাসনয়া ত্বদারাধনেন সতাঞ্চোপাসনয়া সংসারাপবর্গস্তদ্বাসনাক্ষয়ঃ স্যাত্তদৈব তয়া ত্বয়ি মতির্ভক্তিঃ স্যান্নান্যদেতি॥ জী ২৮॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** তথাভূত আমি আপনার চরণের আশ্রয়প্রাপ্ত হয়েছি। **অস্মি**—এই শব্দ প্রয়োগের অভিপ্রায়, এই আশ্রয় প্রাপ্তির দৃঢ়তা ও নিত্যত্ব বলা। **অসতাং**—ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র জনদের ইহা দুষ্প্রাপ্য, আপনার অনুগ্রহেই সম্ভব। **হে ঈশ**—এই পদের ধ্বনি, এখন অন্তর্যামীরূপে বর্তমান আপনারই প্রেরণাতে সেই চরণে উপগত। এই অনুগ্রহে হেতু **অব্জনাভইতি**—লোককে অনুগ্রহ করবার জন্যই লোকপদ্ম নিজ নাভিতে বহন করেন। আর যা কিছু শ্রীস্বামিপাদ, যথা [আপনার কৃপায় যখন সংসার ক্ষয় সম্ভব হয়, তখন **সদুপাসনা**— সতের উপাসনা সম্ভাবনার বিষয় হয়। তার দ্বারাই 'তন্মতি' আপনাতে মতি হয়। আপনার কৃপা বিনা সৎসেবাই হয় না, 'নতরাং ইতি' আপনার মতির কথা আর বলবার কি আছে? মতির কথাই যখন উঠানো যায় না, তখন 'মুক্তির' কথা আর বলবার কি আছে?] — এই শ্রীধরটীকার 'সদুপাসনা' বাক্যের অর্থ—আপনার ভক্তের সেবা, এবং 'সম্পদ্যতে' বাক্যের অর্থ—অঙ্গীভূত হয়। 'তন্মতি' আপনার সম্বন্ধে জ্ঞান, 'মুক্তি' সংসারক্ষয়—ভক্তির আনুষঙ্গিক জ্ঞান ও মুক্তি। 'জ্ঞান-মুক্তি'ই হয় না তো স্বয়ং ভক্তির কথা আর বলবার কি আছে।

অথবা, **সোঽহং**—পূর্বে যা বলা হল, তথাবিধ আমি — তথাবিধ মাদৃশজনের **দুরাপং**—দুষ্প্রাপ্য আপনার **অঙ্ঘ্রিং**—পাদপদ্ম, এই যে **উপগত অস্মি**—সমীপে প্রাপ্ত হয়েছি। **তচ্চাপ্যহং**—সেও আপনার অনুগ্রহ বলে মনে করি। এই যে বারবার 'অহং' শব্দ ব্যবহার, তা কোনও নিজ ভজনাদির কারণ বলবার জন্যই কিন্তু। এই কারণটি হল, আপনার অনুগ্রহই, যা প্রকাশ করা হল 'ভবদনুগ্রহ' বাক্যে। অহো আপনার চরণে তাবৎ শরণাগতি হোক, অন্যথা **মতিঃ**—আপনার সম্বন্ধে, জ্ঞানও দুষ্প্রাপ্য, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, পুংস ইতি। **যর্হি**—যখন বিচারের সহিত 'সদ্' উত্তম অর্থাৎ আপনার **উপাসনায়** — আরাধনার ফলে সাধুর আরাধনা হয় এবং তৎফলে সংসার-বাসনা ক্ষয় হয় তখনই সেই আরাধন ফলে আপনাতে **মতিঃ** ভক্তি হয়, অন্য কোন প্রকারে হয় না। [শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ—যখন জীবের সংসারের বাসনাক্ষয় হয়—ইহা সম্ভব হয়, সর্বজ্ঞ আপনার দ্বারা অঙ্গিকারে। তখন সাধুসেবা দ্বারা আপনাতে মতি হয়। — "ভবাপবর্গ ভ্রমতো যদা।" অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! জীবের যখন সংসার ক্ষয় হয়, তখনই সৎসঙ্গম ঘটে। যখন সৎসঙ্গম হয় তখনই সাধুজনের পরমগতি আপনার প্রতি ভক্তি হয়।" —(শ্রীভা ১০/৫১/৫৩)। সুতরাং এখানে আমারও (অক্রূর আমারও) সাধুজনের সেবাই নিদান অর্থাৎ মূল। [শ্রীবলদেব—দেবর্ষি নারদের প্রসঙ্গেই আপনাতে আমার (অক্রূর আমার) মতি হয়েছে]। জী ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** সোঽহং তথাভূতোঽপ্যহং তবাঙ্ঘ্রিমুপগতঃ শরণং প্রাপ্তোঽস্মি। তচ্চ তদঙ্ঘ্র্যুপগমনমসদ্ভির্জনৈর্দুরাপং ভবদনুগ্রহ এব ভবদনুগ্রহে সত্যপি সম্ভবেদিত্যহং মন্যে জানামি। মদনুগ্রহ এব কদা স্যাত্তত্রাহ,—হে অজনাভ, সদুপাসনয়া হেতুনা যর্হি ত্বয়ি মতিঃ স্যাৎ। সদুপাসনৈব কদা স্যাত্তত্রাহ,—পুংসো যর্হি সংসরণস্য সংসারস্য অপবর্গঃ অন্তকালঃ স্যাৎ। সংসারান্তকাল এব কদা স্যাদিতি চেৎ যদা যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। তেনাদৌ যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা ততঃ সংসারনাশারম্ভঃ ততঃ সদুপাসনা ততঃ কৃষ্ণে মতিরিতি ক্রমঃ শাস্ত্রারম্ভঃ এব সত্যামিত্যাদিনা প্রাক্ প্রদর্শিত উক্তো ভবতি॥ বি° ২৮॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** সোঽহং — পূর্বে যা বলা হল, তথাভূত হলেও আমি **তবাঙ্ঘ্রিমুপগতো** — আপনার শরণ প্রাপ্ত হয়েছি। **তচ্চ** — সেই শরণ প্রাপ্ত হওয়াও, অসৎ-জনের দুষ্প্রাপ্য, **ভবদনুগ্রহ**—শ্রীভগবৎ-অনুগ্রহ হলেই সম্ভব হয়, **অহং মন্যে** — আমি এইরূপই জানি। আমার প্রতি অনুগ্রহ কখন হয়, এরই উত্তরে, - **হে অজনাভ!** —হে পদ্মনাভ! **সদুপাসনয়া** সতের উপাসনা হেতু যখন **ত্বয়ি** – আপনাতে **মতিস্যাৎ** — মতি হয়। সতের উপাসনা কখন হয়, এরই উত্তরে **পুংসো যর্হি** যখন যে কোন জীবের **সংসরণাপবর্গ** - সংসারের অন্তকাল এসে যায়। সংসারের অন্তকালই বা কখন আসে? এরূপ যদি বলা হয়, এরই উত্তরে, যখন যাদৃচ্ছিকী অর্থাৎ ভাগ্যক্রমে সৎকৃপা লাভ হয়ে যায়, এরূপ বুঝতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সর্বপ্রথম যাদৃচ্ছিকী মহৎকৃপা লাভ। অতঃপর সংসার নাশ আরম্ভ, অতঃপর মহতের সেবা, অতঃপর কৃষ্ণে মতি। — শাস্ত্রারম্ভেই ইত্যাদি সিদ্ধান্ত যা পূর্বেই দেখান হয়েছে তাই এখানে উক্ত হল। বি° ২৮।

নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্ব প্রত্যয়হেতবে।
পুরুষেশ প্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ॥ ২৯ ॥

২৯। **অন্বয়ঃ** বিজ্ঞান মাত্রায় (মদনুভাবস্য পরিমানং যতঃ তস্মৈ) সর্ব-প্রত্যয়-হেতবে (সমস্তজ্ঞানকারণায়) পুরুষেশপ্রধানায় (পুরুষস্য যে 'ঈষাঃ' সুখদুঃখাদি প্রাপকাঃ কালকর্ম স্বভাবাদয়স্তেষাং প্রধানায় নিয়ন্ত্রে) ব্রহ্মণে (পরিপূর্ণায়) অনন্তশক্তয়ে নমঃ।

২৯। **মূলানুবাদঃ** শ্রীঅক্রূর কৃষ্ণের চরণে পড়ে আত্মনিবেদন করছেন দুটি শ্লোকে—স্বানুভব মাত্রা নির্ধারক, সর্বজ্ঞান কারণ, অন্তর্যামী রূপে প্রেরক, কালরূপে কর্মফল দাতা, মায়ারূপে বন্ধন কারক, ব্রহ্ম জ্ঞানৈক স্বরূপে মুক্তিদাতা, অনন্তশক্তি ভগবান্ রূপে ভক্তিদাতা আপনাকে প্রণাম।

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ এতদাদিকং সর্ব্বং স্বয়ং জানাস্যেব, তত্তৎপ্রতীকারেঽপি। পরমসমর্থোঽসীতি কিং বিজ্ঞাপয়ানীতি সকাকুপ্রণন্নাত্মানং সমর্পয়তি—নম ইতি দ্বাভ্যাম্ ॥ বি° ২৯ ॥

২৯ **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এই আগে যা বলা হল, এ সবই আপনি নিজেই জানেন। সেই সেই বিষয়ে প্রতিকারেও আপনি পরমসমর্থ, জানাবর আর কি আছে, তাই সকাকু প্রণাম করত আত্মসমর্পণ করছেন – 'নম ইতি' দুটি শ্লোকে।

২৯। **বিশ্বনাথ টীকা** : পাদয়োঃ পতন আত্মানং নিবেদয়তি, দ্বাভ্যাং, – নম ইতি। বিজ্ঞানস্য মদনুভবস্য মাত্রা পরিমাণং যতস্তস্মৈ। যাবন্তং স্ববিষয়কমনুভবং দদাসি তাবদেব ত্বামনুভবামীত্যর্থঃ। অন্যবিষয়কজ্ঞানানামপি ত্বমেব হেতুরিত্যাহ, সর্বেতি। যতঃ পুরুষেতি পুরুষোঽন্তর্যামী তদ্রূপণ কর্মাদিষু প্রেরয়সি ঈশ ঈশ্বরস্তদ্রূপেণ কর্মাদিফলং দদাসি প্রধানং মায়া তদ্রূপেণ বিষয়েষু ত্বমেব বধ্নাসি। ব্রহ্ম জ্ঞানৈকস্বরূপ তদ্রূপেণ স্ফুরিতং সৎ তস্মাদ্বন্ধান্মে চয়সি চ। অনন্তশক্তি ভগবান তদ্রূপেণ স্মস্মিন্ ভক্তিং প্রদায় কৃতার্থয়সি চ। বি° ২৯।

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** শ্রীঅক্রূর মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ যুগলে পড়ে নিজেকে নিবেদন করছেন, দুটি শ্লোকে—নম ইতি। **বিজ্ঞান মাত্রায়**—আমার অনুভবের 'মাত্রা' পরিমান যার থেকে, তাঁকে প্রণাম অর্থাৎ যতটুকু স্ববিষয়ক অনুভব তিনি দেন, জীব ততটুকুই তাঁকে অনুভব করতে সমর্থ **সর্ব প্রত্যয়হেতবে** – অন্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানেরও আপনিই হেতু. এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **সর্ব-ইতি**—যেহেতু **পুরুষ ইতি**—অন্তর্যামী, এইরূপে কর্মদিতে প্রেরণ করে থাকেন। **ঈশ**—ঈশ্বর কালরূপে কর্মাদির ফল দান করেন (কাল শ্রীভগবৎ শক্তিকার্য)। **প্রধানং** মায়া, এই রূপে আপনিই বন্ধন করেন। **ব্রহ্মণে** ব্রহ্মজ্ঞানৈক স্বরূপ এইরূপে স্ফুরিত হয়ে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। **অনন্তশক্তয়ে** অনন্তশক্তি ভগবান এই রূপে নিজের প্রতি ভক্তি দান করত কৃতার্থ করেন।

॥ বি° ২৯ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় সর্বভূতক্ষয়ায় চ।
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো ॥ ৩০ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
অক্রূরস্তুতির্নাম চত্বারিংশোঽধ্যায় ॥ ৪০ ॥

৩০। **অন্বয়ঃ** বাসুদেবায় (চিত্তাধিষ্ঠাত্রে) সর্বভূত ক্ষয়ায়চ (সর্বভূতানাং নিবাসায় চ) তে (তুভ্যং) নমঃ, [হে] হৃষিকেশ! মাং পাহি।

৩০। **মূলানুবাদঃ** হে প্রভো। চিত্তের অধিষ্ঠাতা, সর্বভূতের নিবাস আপনাকে প্রণাম। হে হৃষীকেশ! আপনার পাদপদ্মে শরণাগত আমাকে পালন করুন, যাতে পুনরায় সংসার প্রবাহে না পড়ি।

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** বাসুদেবায় সর্বকারণরূপায় সর্বভূতক্ষয়ায় প্রলয়াশ্রয়ায় হে হৃষীকেশ, স্থিতাবপি সর্বান্তর্যামিন্নিত্যর্থঃ ॥

তস্মৈ চৈতন্যদেবায় নমো ভগবতে মুহুঃ।
বুধান্ স্মারয়িতুং যো মাং বাচালয়তি কৌতুকী ॥ ॥ জী° ৩০ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** বাসুদেবায়—সর্বকারণরূপ (আপনাকে প্রণাম) সর্বভূতক্ষয়ায়—প্রলয় কালের আশ্রয় (আপনাকে প্রণাম) হে হৃষীকেশ—স্থিতিকালেও সর্বান্তর্যামী-রূপে বর্তমান।

ভক্তগণকে স্মরণ করাবার জন্য যে কৌতুকী আমাকে বাচাল করে তুলছেন সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবকে বার বার প্রণাম। ॥ জী° ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** বাসুদেবায়েতি। হে বসুদেবনন্দন ভবানেব মম সেব্যো ভবতু নতু দুষ্টভূপতিরিতি ভাবঃ। সর্বভূতানাং ক্ষয়ায় নিবাসায়েতি স্বস্মিন্নেব মাং বাসয় নতু গৃহান্ধকূপে ইতি ভাবঃ। হৃষীকেশেতি মম মন আদীন্দ্রিয়াণি ভবানেব গৃহ্লাতু নতু কলত্রপুত্রাদিরিতি ভাবঃ

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্ত চেতসাম।
চত্বারিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্। ॥ বি° ৩০ ॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** হে হৃষিকেশ—এই সম্বোধনের ধ্বনি, আমার মন আদি ইন্দ্রিয় আপনিই গ্রহণ করুন, স্ত্রী পুত্রদি যেন গ্রহণ না করে। বি° ৩০ ॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু
দীনমণিকৃত দশমে অক্রূর-স্তুতি নামক
চল্লিশ অধ্যায় সমাপ্ত।
শ্রীবৃন্দাবন লীলা সমাপ্ত।

—★—